বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর

কমপ্লায়েন্স অডিট রিপোর্ট

রিপোর্টের সন ঃ ২০১০-২০১২

প্রথম খণ্ড

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

অর্থ বছর ঃ ২০১০-২০১২

পূর্ত অডিট অধিদপ্তর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

সূচিপত্র

ক্রঃ নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
১.	কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর প্রত্যয়ন	ক
২.	মহাপরিচালকের বক্তব্য	খ
৩.	প্রথম অধ্যায়	১
	অডিট অনুচ্ছেদের সার সংক্ষেপ	৩
	অডিট বিষয়ক তথ্য	৭
	ম্যানেজমেন্ট ইস্যু	৯
	অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ	৯
	অডিটের সুপারিশ	৯
৪.	দ্বিতীয় অধ্যায় (অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)	১১-৪৯
৫.	মহাপরিচালকের স্বাক্ষর	৪৯
৬.	অনুচ্ছেদ ভিত্তিক পরিশিষ্ট	দ্বিতীয় খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২৮, কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এবং কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) (এ্যামেন্ডমেন্ট) এ্যাক্ট, ১৯৭৫ অনুযায়ী মহাপরিচালক, পূর্ত অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত এই অডিট রিপোর্ট জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

তারিখ ঃ ১২/০১/১৪২৫ বঙ্গাব্দ / ২৫/০৪/২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

স্বাক্ষরিত

(মাসুদ আহমেদ)

কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল

বাংলাদেশ

মহাপরিচালকের বক্তব্য

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর এর ২০১০-২০১২ অর্থ বছরের আর্থিক কর্মকাণ্ড পূর্ত অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক নমুনামূলক যাচাইয়ের মাধ্যমে নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। আর্থিক অনিয়ম চিহ্নিতকরণ এবং অনিয়ম রোধকল্পে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা পর্যালোচনাসহ সরকারি সম্পদ/অর্থের ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ এবং অনিয়মসমূহ যথাযথ কর্তৃপক্ষের নজরে আনয়ন করাই এই নিরীক্ষার মূল উদ্দেশ্য। এ রিপোর্টে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের যে সকল আর্থিক অনিয়ম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তা বিবেচ্য সময়ের অথবা পূর্ববর্তী সময়ের লেনদেন ও আয়-ব্যয়ের অংশবিশেষ মাত্র। এ রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত অনিয়ম পর্যালোচনা করে প্রতীয়মান হয় যে, নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানসমূহের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতা এবং সরকারি বিধি-বিধান পরিপালন না করায় অনিয়মগুলো সংঘঠিত হয়েছে যার প্রতি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো। অডিট আপত্তিতে জড়িত অর্থ আদায়ের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন। এ ছাড়া প্রতিষ্ঠানের আর্থিক শৃঙ্খলা নিশ্চিতকল্পে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে এ ধরনের অনিয়মের পুনরাবৃত্তি রোধ করাও সম্ভব। মূল রিপোর্টের কলেবর বৃদ্ধি না করে আপত্তি সংশ্লিষ্ট প্রমাণক ও বিস্তারিত পরিসংখ্যান (পরিশিষ্টসমূহ) পৃথক একটি খণ্ডে অর্থাৎ দ্বিতীয় খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নিরীক্ষার আন্তর্জাতিক মানদণ্ড তথা International Standards for Supreme Audit Institutions (ISSAI) এর প্রাসংগিক ধারাসমূহ এবং Government Auditing Standards সমূহ বিবেচনায় নিয়ে আলোচ্য নিরীক্ষা সম্পাদন ও রিপোর্ট প্রণয়ন করা হয়েছে। আর্থিক ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা এবং এর গুণগতমান বৃদ্ধিতে এই রিপোর্টটি ইতিবাচক অবদান রাখবে বলে আশা করা যায়।

স্বাক্ষরিত

(খান মোঃ ফেরদাউসুর রহমান)
মহাপরিচালক
পূর্ত অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।

তারিখ ঃ ০৫/০১/১৪২৫ বঙ্গাব্দ
১৮/০৪/২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

প্রথম অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ ও ম্যানেজমেন্ট ইস্যু)

অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ

অনুঃ নং	আপত্তির শিরোনাম	জড়িত টাকা	পৃষ্ঠা নম্বর
১.	জিএফআর ও সিপি ডব্লিউ 'এ' কোডের নির্দেশ উপেক্ষা করে লাইসেন্স নবায়ন ফি, তালিকাভুক্তি ফি, ফর্ম বিক্রি, টেন্ডার সিডিউল বিক্রি বাবদ আদায়কৃত রাজস্ব সরকারি কোষাগারে জমা না করে অনিয়মিতভাবে বেসরকারি ব্যাংকে জমা রাখায় সরকার ৯,২৬,৫২,৭৫৯ টাকা রাজস্ব আয় হতে বঞ্চিত।	৯,২৬,৫২,৭৫৯	১৩-১৪
২.	নির্মাণ কাজ সম্পাদনে ব্যর্থ ঠিকাদারের কার্যাদেশ জরিমানার ভিত্তিতে বাতিল করা সত্ত্বেও জরিমানার অর্থ আদায় না করায় সরকারের ৩,১৪,৭১,৬৮৩ টাকা আর্থিক ক্ষতি।	৩,১৪,৭১,৬৮৩	১৫
৩.	CPTU এর Website ও দুইটি বহুল প্রচারিত বাংলা ও ইংরেজি জাতীয় পত্রিকার মাধ্যমে টেন্ডার আহ্বান না করে মেরামত কাজ সম্পাদন করে অনিয়মিতভাবে ১১,৯৮,৮৪,০০০ টাকা পরিশোধ।	১১,৯৮,৮৪,০০০	১৬-১৭
৪.	জালিয়াতির মাধ্যমে নকল টেস্ট রিপোর্ট উপস্থাপনের মাধ্যমে ৩টি পূর্ত কাজের ৭,৬৩,১৮,৮৬১ টাকা ঠিকাদারকে পরিশোধ।	৭,৬৩,১৮,৮৬১	১৮-১৯
৫.	অনিয়মিতভাবে উন্নয়ন প্রকল্পের চাকুরিকাল গণনা করে টাইম স্কেল সিলেকশন গ্রেড স্কেল প্রদান করায় এবং অনিয়মিতভাবে অস্থায়ী রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরের পূর্বেই প্রকল্পের কর্মচারীদের চাকুরী বিরতিকালের বেতন ভাতা বাবদ ৬,৪৯,১৭,৯৮০ টাকা পরিশোধ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	৬,৪৯,১৭,৯৮০	২০-২২
৬.	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতির পরিবর্তে সীমিত দরপত্র পদ্ধতির মাধ্যমে মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে অনিয়মিতভাবে ৪,৭৮,৪৪,৫৪৮ টাকা পরিশোধ।	৪,৭৮,৪৪,৫৪৮	২৩
৭.	ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র নির্মাণ কাজে ৩৩% রড কম ব্যবহার করা সত্ত্বেও মেজারমেন্ট নিয়ে অতিরিক্ত বিল পরিশোধে সরকারের ২,১৪,৯৬,২৭৫ টাকা আর্থিক ক্ষতি।	২,১৪,৯৬,২৭৫	২৪
৮.	বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা এবং প্রাক্কলন প্রস্তুত ও অনুমোদন ব্যতীত মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে অনিয়মিতভাবে ৩,৯০,৭৩,০০০ টাকা ব্যয়।	৩,৯০,৭৩,০০০	২৫
৯.	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স নির্মাণ ও আপগ্রেডেশন কাজে ঠিকা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সম্পাদিত কাজের পরিমাণ অপেক্ষা বিলে অতিরিক্ত মেজারমেন্ট নিয়ে বিল পরিশোধে সরকারের ২,২৪,৪৭,৯৫৮ টাকা আর্থিক ক্ষতি।	২,২৪,৪৭,৯৫৮	২৬

অনুঃ নং	আপত্তির শিরোনাম	জড়িত টাকা	পৃষ্ঠা নম্বর
১০.	পুরাতন মালামাল ভবনে বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও নতুন মালামাল সরবরাহের মাধ্যমে তা নবায়ন দেখিয়ে সরকারের ২,১৭,০৩,৪৯৭ টাকা অপচয়।	২,১৭,০৩,৪৯৭	২৭
১১.	স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এর আপ-গ্রেডেশন চুক্তির শর্তানুসারে কাজ সম্পাদনে ব্যর্থ ঠিকাদারের নিকট হতে জরিমানার অর্থ আদায় না করায় সরকারের ১,১৫,৬৭,০২৯ টাকা রাজস্ব ক্ষতি।	১,১৫,৬৭,০২৯	২৮
১২.	চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করে ৬০ গ্রেড রডের পরিবর্তে ৪০ গ্রেড রড্ ব্যবহার করে ঠিকাদারকে ২,৬০,৫৩,৫৭২ টাকার বিল অনিয়মিতভাবে পরিশোধ।	২,৬০,৫৩,৫৭২	২৯
১৩.	কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত রড এর টেস্ট গ্রহণ ছাড়াই ব্যবহার দেখিয়ে মেজারমেন্ট গ্রহণ করতঃ বিল পরিশোধে সরকারের ৮৯,৬৯,১২৮ টাকা আর্থিক ক্ষতি।	৮৯,৬৯,১২৮	৩০
১৪.	ঠিকাদারকে সুবিধা প্রদানের জন্য বাজেট বরাদ্দ, প্রশাসনিক অনুমোদন ও অর্থ ছাড় ব্যতীত ৫৮,৯৬,২৬৭ টাকা অনিয়মিতভাবে পরিশোধ।	৫৮,৯৬,২৬৭	৩১
১৫.	ব্যবহারকারীর চাহিদাপত্র ছাড়াই "ডে টু ডে" মেরামত কাজ দেখিয়ে অনিয়মিতভাবে সরকারের ৮২,৬৩,৩৬৭ টাকা পরিশোধ।	৮২,৬৩,৩৬৭	৩২
১৬.	আদায়কৃত রাজস্ব ব্যাংকে জমা রাখা হলেও ব্যাংকে স্থিতি হিসাবে গর মিল। কম জমা দেখানোর পরিমাণ ৫৫,৯৯,৮৪১ টাকা। সত্তর বিষয়টি ব্যাখ্যার প্রয়োজন।	৫৫,৯৯,৮৪১	৩৩
১৭.	ঠিকাদারের পারফরমেন্স সিকিউরিটি বাবদ প্রদত্ত ব্যাংক গ্যারান্টির মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর ভূয়া মেয়াদ বৃদ্ধির পত্র প্রদানের মাধ্যমে সরকারের ৮০,০৩,০০০ টাকার আর্থিক ঝুঁকি সৃষ্টি।	৮০,০৩,০০০	৩৪
১৮.	একই ড্রইং ও স্পেসিফিকেশনে উপজেলা স্টোর নির্মাণ কাজে পিএল হতে উপরের অংশে প্যাকেজ নং-৩৭ ও প্যাকেজ নং-৪০ এ উভয় ক্ষেত্রে একটিতে প্রদর্শিত কাজ অপেক্ষা অন্যটিতে অতিরিক্ত মেজারমেন্ট নিয়ে বিল পরিশোধে সরকারের ১৩,৭৭,৫৭৬ টাকা অতিরিক্ত ব্যয়।	১৩,৭৭,৫৮৭	৩৫
১৯.	যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে ভবনের নকশা প্রণয়ন না করে ঠিকাদারের মাধ্যমে নকশা প্রণয়নের ফলে সরকারের ৩২,৫০,০০০ টাকার আর্থিক ক্ষতি।	৩২,৫০,০০০	৩৬
২০.	সংশোধিত প্রাক্কলনে প্রদর্শিত কাজের পরিমাণ অপেক্ষা এমবিতে অতিরিক্ত কাজের মেজারমেন্ট নিয়ে বিল পরিশোধে সরকারের ১৩,৬৮,৫৫৮ টাকা আর্থিক ক্ষতি।	১৩,৬৮,৫৫৮	৩৭-৩৮

অনুঃ নং	আপত্তির শিরোনাম	জড়িত টাকা	পৃষ্ঠা নম্বর
২১.	স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স আপ-গ্রেডেশন কাজ সম্পাদনে ব্যর্থ ঠিকাদারের কার্যাদেশ বাতিল করা হলেও চুক্তিতে প্রদর্শিত কাজের অতিরিক্ত মেজারমেন্ট নিয়ে বিল পরিশোধে সরকারের ২৯,৭৬,৭৮৪ টাকা আর্থিক ক্ষতি।	২৯,৭৬,৭৮৪	৩৯
২২.	কার্যস্থলে বিদ্যমান পুরাতন মালামাল থাকা সত্ত্বেও তা ঠিকাদারের মাধ্যমে সরবরাহ ও সম্পাদন দেখিয়ে ঠিকাদারকে ৭,৫৮,০৮০ টাকা পরিশোধ।	৭,৫৮,০৮০	৪০
২৩.	ঠিকাদার কর্তৃক কার্য সম্পাদনে ব্যর্থ হলেও জরিমানা বাবদ রিটেনশন মানি হতে আংশিক অর্থ আদায়ের পর অবশিষ্ট অর্থ আদায় না করে কার্যাদেশ বাতিলের তিন মাস ২০ দিন পর ঠিকাদারকে বিল পরিশোধে সরকারের ২২,০০,০০১ টাকা আর্থিক ক্ষতি।	২২,০০,০০১	৪১
২৪.	ভূয়া পারফরমেন্স ব্যাংক গ্যারান্টি প্রদান করা সত্ত্বেও ঠিকাদার কর্তৃক দাখিলকৃত টেন্ডার সিকিউরিটি বাতিল না করায় সরকারের ২৫,৫০,০০০ টাকা আর্থিক ক্ষতি।	২৫,৫০,০০০	৪২
২৫.	চুক্তির শর্তানুযায়ী ঠিকাদারের বিল হতে এ্যাজবিল্ট ড্রইং বাবদ ২০,৫০,০০০ টাকা স্থগিত না করায় সরকার রাজস্ব প্রাপ্তি হতে বঞ্চিত।	২০,৫০,০০০	৪৩
২৬.	কেন্দ্রীয় অফিস কর্তৃক মেরামত ও সংস্কাররত কাজের উপর স্থানীয় অফিস ৩ জন ঠিকাদারের মাধ্যমে পুনঃ পুনঃ মেরামতের নামে ২১,৮৯,৩৯৩ টাকা অপচয়।	২১,৮৯,৩৯৩	৪৪-৪৫
২৭.	একই সীমানা দেওয়ালের মধ্যে পাশাপাশি দুটি ভবনে কমবেশি কাস্ট-ইন-সিটু পাইল নির্মাণের বিল পরিশোধের ফলে সরকারের ২৬,২৯,৯৬৯ টাকার আর্থিক ক্ষতি।	২৬,২৯,৯৬৯	৪৬
২৮.	ঠিকাদার কর্তৃক পূর্ত কাজের চুক্তির শর্ত মোতাবেক বীমা না করায় প্রিমিয়ামের উপর ভ্যাট বাবদ টাকা আদায় করা হয়নি এবং ঠিকাদারের বিল হতে আয়কর ও ভ্যাট কম কর্তন করায় সরকারের সর্বমোট ১৯,৩১,৩৪৪ টাকা রাজস্ব ক্ষতি।	১৯,৩১,৩৪৪	৪৭-৪৮
২৯.	স্টোরে সংরক্ষিত পুরাতন মালামালের সার্ভে রিপোর্ট করতঃ নিলামে বিক্রয়ের ব্যবস্থা না করায় সরকারের ১১,৫৬,৬৬১ টাকার আর্থিক ক্ষতি।	১১,৫৬,৬৬১	৪৯
	সর্বমোট=	৬৩,৬৬,০১,১৪২	

অডিট বিষয়ক তথ্য ঃ

নিরীক্ষা অর্থ বৎসর	ঃ	২০১০-২০১২
নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান	ঃ	স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
নিরীক্ষার প্রকৃতি	ঃ	আর্থিক নিরীক্ষা ও কমপ্লায়েন্স নিরীক্ষা
নিরীক্ষার সময়	ঃ	১৩-৪-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ হতে ২৩-৬-২০১৩ খ্রিঃ পর্যন্ত
নিরীক্ষা পদ্ধতি	ঃ	স্থানীয়ভাবে যাচাই ও বিশ্লেষণ।
নিরীক্ষার তথ্য সংগ্রহের কৌশল	ঃ	চাহিদাপত্র ইস্যুকরণ।
নিরীক্ষার তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি	ঃ	চাহিদাপত্র ইস্যুকরণের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ঝুঁকিপূর্ণ বিষয় চিহ্নিতকরণ ও ভাউচার স্যাম্পলিং।
অডিট রিপোর্ট প্রণয়নে সার্বিক তত্ত্বাবধান	ঃ	জনাব খান মোঃ ফেরদাউসুর রহমান মহাপরিচালক, পূর্ত অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।

ম্যানেজমেন্ট ইস্যু ঃ

- অলীক এবং নাম সর্বস্ব পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রচার দেখিয়ে জালিয়াতির মাধ্যমে অর্থ পরিশোধ।
- অর্জিত রাজস্ব সরকারি কোষাগারে জমা না করা।
- চুক্তি মূল্য এবং বরাদ্দ অতিরিক্ত অর্থ পরিশোধ।
- বরাদ্দবিহীন খাত থেকে অর্থ পরিশোধ।
- নির্মাণ ও মেরামত কাজে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ যথাযথভাবে প্রতিপালন না করা।
- অনিয়মিতভাবে এক খাতের অর্থ অন্য খাতে ব্যয়।
- আর্থিক ক্ষমতা ও বিধি লংঘন করে ব্যয় করা।
- সরকারি রাজস্ব যথাযথভাবে আদায় না করা।
- পিপিআর-২০০৮ এর অনুশাসন না থাকা।

অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ ঃ

- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতা।
- বাজেট বরাদ্দ/মঞ্জুরীর অতিরিক্ত ব্যয়ের প্রবণতা।
- কোডাল ও আর্থিক বিধি-বিধান প্রতিপালনে অনীহা।
- অর্থ আদায়/কর্তন সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনে শৈথিল্য।
- সঠিকভাবে হিসাব রক্ষণে দায়িত্বশীলতার অভাব।
- পাবলিক প্রকিউরমেন্ট এ্যাক্ট-০৬ এবং পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রুলস-২০০৮ এর প্রবিধিমালা অনুসরণ না করা।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত সকল অনিয়মের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণসহ আপত্তিকৃত টাকা আদায় করা এবং প্রযোজ্যক্ষেত্রে অনিয়মিত ব্যয় নিয়মিতকরণ।
- নিরীক্ষা আপত্তি নিরসনে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সময়ানুগ কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ।
- আর্থিক বিধিবিধান এবং প্রশাসনিক আদেশ কঠোরভাবে প্রতিপালন নিশ্চিতকরণে কর্তৃপক্ষের তদারকি গতিশীল করা।
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতাসমূহ চিহ্নিত করে তা নিরসনে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
- অনুমোদিত পিপি অনুসরণ নিশ্চিত করা।
- ঠিকাদারী বিল পরিশোধের ক্ষেত্রে সরকারি নির্দেশ যথাযথভাবে পরিপালন করা।
- পাবলিক প্রকিউরমেন্ট এ্যাক্ট-০৬ এবং পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রুলস-২০০৮ এর প্রবিধিমালা অনুসরণ করা।
- সরকারি রাজস্ব আদায়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

দ্বিতীয় অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)

অনুচ্ছেদ -১।

শিরোনাম ঃ জিএফআর ও সিপি ডব্লিউ 'এ' কোডের নির্দেশ উপেক্ষা করে লাইসেন্স নবায়ন ফি, তালিকাভুক্তি ফি, ফর্ম বিক্রি, টেন্ডার সিডিউল বিক্রি বাবদ আদায়কৃত রাজস্ব সরকারি কোষাগারে জমা না করে অনিয়মিতভাবে বেসরকারি ব্যাংকে জমা রাখায় সরকার ৯,২৬,৫২,৭৫৯ টাকা রাজস্ব আয় হতে বঞ্চিত।

বিবরণ ঃ

(ক) প্রধান প্রকৌশলী, স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, মতিঝিল, ঢাকা কার্যালয়ের ২০১০-২০১১ ও ২০১১-২০১২ অর্থ বৎসরের হিসাব ১৩-৫-২০১৩ খ্রিঃ হতে ৭-৬-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে সম্পন্ন করা হয়।

- নিরীক্ষাকালে সিডিউল বিক্রয় সংক্রান্ত রেজিস্টার, লাইসেন্স নবায়ন ফি আদায় সংক্রান্ত রেজিস্টার, সরকারি কোষাগারে জমা সংক্রান্ত চালান, ব্যাংকে জমা সংক্রান্ত জমা স্লিপ, ব্যাংক স্টেটমেন্ট এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাগজপত্র পর্যালোচনা করা হয়।
- নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, টেন্ডার সিডিউল বিক্রয় বাবদপ্রাপ্ত অর্থ ও লাইসেন্স নবায়ন ফি বাবদ আদায়কৃত রাজস্ব সরকারি কোষাগারে জমা না করে ৪টি বেসরকারি ব্যাংক এ চলতি হিসাবে জমা রাখা হয়েছে।
- ফলে সরকার ৮,৬০,০৫,২০৪ টাকা রাজস্ব আয় হতে বঞ্চিত হয়েছে **[পরিশিষ্ট-১ (১)]**।
- জিএফআর ধারা-২৮ অনুযায়ী সরকারের সকল পাওনা নিয়মিত এবং দ্রুত নির্ধারণ, আদায় এবং যথারীতি সরকারি হিসাবে জমা করতে হবে। এটি নিশ্চিত করা বিভাগীয় নিয়ন্ত্রক অফিসারগণের কর্তব্য।
- আলোচ্য ক্ষেত্রে বিভাগীয় নিয়ন্ত্রক অফিসারগণ কর্তৃক কোন দায়িত্ব পালন করা হয়নি।

(খ) প্রধান প্রকৌশলী, স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, মতিঝিল, ঢাকা কার্যালয়ের ২০১০-২০১১ ও ২০১১-২০১২ অর্থ বৎসরের হিসাব ১৩-৫-২০১৩ খ্রিঃ হতে ৭-৬-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে সম্পন্ন করা হয়।

- নিরীক্ষাকালে লাইসেন্স নবায়ন ফি, তালিকাভুক্তি ফি, এবং ফর্ম বিক্রয় সংক্রান্ত রেজিস্টার, সরকারি কোষাগারে জমা সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র, ব্যাংকে জমার স্লিপ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাগজপত্র পর্যালোচনা করা হয়।
- এতে দেখা যায় যে, ২০১১-২০১২ অর্থ বৎসরের ৬৪,৯২,০০০ টাকা রাজস্ব আদায়ের বিপরীতে মোট ৬১,৭৪,২০০ টাকা সরকারি কোষাগারে জমার পরিবর্তে বেসরকারি ব্যাংকে জমা করা হয়েছে।
- অনুরূপভাবে ২০১২-১৩ অর্থ বৎসরে ৭২,৪৮,২০০ টাকা রাজস্ব আদায়ের বিপরীতে মোট ৬০,৭৫,২০০ টাকা ব্যাংকে জমা করা হয়েছে।
- ফলে উভয় মোট ১৮,০৮,৫৫০ টাকা ব্যাংকে কম জমা প্রদান করা হয়েছে **[পরিশিষ্ট -১ (২)]**।
- এটি Treasury Rules এর লঙ্ঘন, যেখানে সংগ্রহকৃত রাজস্ব সময়ভিত্তিক সাধারণত পরবর্তী দিনে ব্যাংকে জমার কথা বলা আছে।

(গ) প্রধান প্রকৌশলী, স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, মতিঝিল, ঢাকা কার্যালয়ের ২০১০-২০১১ ও ২০১১-২০১২ অর্থ বৎসরের হিসাব ১৩-৫-২০১৩ খ্রিঃ হতে ৭-৬-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে সম্পন্ন করা হয়।

- নিরীক্ষাকালে প্রধান কার্যালয় ব্যতীত বিভিন্ন বিভাগের ২০১০-২০১১ ও ২০১১-২০১২ অর্থ বৎসরের আদায়কৃত রাজস্বের বিবরণী চালানের মাধ্যমে জমা সংক্রান্ত চালানের কপি, প্রধান প্রকৌশলী অফিস কর্তৃক প্রদত্ত রাজস্ব আদায়ের বিবরণী এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাগজপত্র পর্যালোচনা করা হয়।
- এতে দেখা যায় যে, ২০১০-২০১১ অর্থ বৎসরে টেন্ডার সিডিউল বিক্রয় বাবদ প্রাপ্ত অর্থের মধ্যে ঢাকা বিভাগ কর্তৃক মোট ১৩,৪০,৫০০ টাকা, বরিশাল বিভাগ কর্তৃক মোট ৫,১০,০০০ টাকা এবং ২০১১-২০১২ অর্থ বৎসরে বরিশাল বিভাগ কর্তৃক ১০,৬৪,০০০ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা করা হয়নি।
- ফলে সরকার ২৯,১৪,৫০০ টাকা রাজস্ব আয় হতে বঞ্চিত হয়েছে **[পরিশিষ্ট-১ (৩)]**।

(ঘ) নির্বাহী প্রকৌশলী, স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, সিলেট বিভাগ, সিলেট কার্যালয়ের ২০১১-২০১২ অর্থ বৎসরের হিসাব ৯-৬-২০১৩ খ্রিঃ হতে ১৪-৬-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়েছে।

- নিরীক্ষাকালে সিডিউল বিক্রয় সংক্রান্ত রেজিস্টার ব্যাংকে জমা সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র ব্যাংক স্টেটমেন্ট এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাগজপত্র পর্যালোচনা করা হয়েছে।
- এতে দেখা যায় যে, টেন্ডার সিডিউল বিক্রয় বাবদ প্রাপ্ত রাজস্ব সরকারি কোষাগারে জমার পরিবর্তে বেসরকারি ব্যাংকে জমা রেখে ধরে রাখা হয়েছে।
- ফলে সরকার ১৯,২৪,৫০৫ টাকা রাজস্ব আয় হতে বঞ্চিত হয়েছে **[পরিশিষ্ট-১(৪)]**।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

(ক) "জমাকৃত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা করে অবহিত করা হবে "।

(খ) "আপত্তিকৃত টাকা সরকারি কোষাগারে জমা করে অবহিত করা হবে "।

(গ) "বিভাগীয় অফিসসমূহে নির্দেশ প্রদান করা হবে"।

(ঘ) "এতদসংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কাগজপত্র পরীক্ষান্তে জবাব প্রদান করা হবে"।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

(ক) "নিরীক্ষিত অফিসের তাৎক্ষণিক জবাব স্বীকৃতিমূলক"।

(খ) আপত্তিকৃত টাকা সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক ।

(গ) আলোচনার সময় ব্যাংক স্টেটমেন্ট যাচাই করা হলে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠতো। কিন্তু তা করা হয়নি।

(ঘ) উপরোক্ত বিষয়সমূহ গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসাবে চিহ্নিত করে ২৬-০১-২০১৪ খ্রিঃ অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসাবে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ২৬-০২-২০১৪ খ্রিঃ তাগিদপত্র ইস্যু করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ০৬-০৪-২০১৪ খ্রিঃ আধা-সরকারি পত্র দেওয়া সত্ত্বেও কোন সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- আয় রেজিস্টারের সহিত ক্যাশবুক ও ব্যাংক স্টেটমেন্টের নিয়মিত সমন্বয় সাধন প্রয়োজন।
- জিএফআর এর নির্দেশানুযায়ী সরকারি রাজস্ব প্রাপ্তির সাথে সাথে সরকারি কোষাগারে জমা না করে বেসরকারি ব্যাংকে জমা রাখার জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক দায়ী ব্যক্তির বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।
- বাউন্সকৃত পে-অর্ডারগুলো ক্যাশ করে নিরীক্ষা অধিদপ্তরকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ -২।

শিরোনাম ঃ নির্মাণ কাজ সম্পাদনে ব্যর্থ ঠিকাদারের কার্যাদেশ জরিমানার ভিত্তিতে বাতিল করা সত্ত্বেও জরিমানার অর্থ আদায় না করায় সরকারের ৩,১৪,৭১,৬৮৩ টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণী ঃ

- প্রধান প্রকৌশলী, স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, মতিঝিল, ঢাকা কার্যালয়ের ২০১০-২০১১ ও ২০১১-২০১২ অর্থ বৎসরের হিসাব ১৩-৫-২০১৩ খ্রিঃ হতে ৭-৬-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে সম্পন্ন করা হয়।
- নিরীক্ষাকালে ৩১ শয্যা হতে ৫০ শয্যায়, ৫০ শয্যা হতে ১০০ শয্যায় উন্নীতকরণ কাজের চুক্তিপত্র, বিল ভাউচার, কার্যাদেশ, কার্য বাতিল এর পত্র নম্বর এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাগজপত্র পর্যালোচনা করা হয়েছে।
- এতে দেখা যায় যে, ঠিকাদারগণ কর্তৃক নির্মাণ কাজ সম্পাদনে ব্যর্থ হওয়ায় চুক্তির শর্তানুযায়ী জরিমানা আরোপপূর্বক কার্যাদেশ বাতিল করা হলেও জরিমানার অর্থ আদায় না করায় সরকারের ৩,১৪,৭১,৬৮৩ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে **[পরিশিষ্ট -০২]**।
- চুক্তির পার্টিকুলার কন্ডিশন অব কন্ট্রাক্ট এর জিসিসি-৭৯ এর নির্দেশানুযায়ী ঠিকাদার কর্তৃক অসমাপ্ত কাজের মূল্যের ২০% জরিমানা আদায়যোগ্য।
- প্রধান প্রকৌশলী নির্ধারিত সময়ে মেয়াদ উত্তীর্ণ ব্যাংক গ্যারান্টি নবায়নের কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নি, ফলে পারফরমেন্স সিকিউরিটি হিসেবে দেওয়া ব্যাংক গ্যারান্টি নবায়নে ব্যর্থ হয়েছেন।
- আলোচ্য ক্ষেত্রে জরিমানাসহ কার্যাদেশ বাতিল করা হলেও জরিমানার অর্থ আদায় করা হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- ঠিকাদারের নিকট হতে জরিমানার অর্থ আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমাপূর্বক অডিট অধিদপ্তরকে অবহিত করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- নিরীক্ষিত অফিসের তাৎক্ষণিক জবাব স্বীকৃতিমূলক।
- বিষয়টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসাবে চিহ্নিত করে ২৬-০১-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসাবে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ২৬-০২-২০১৪ খ্রিঃ তাগিদপত্র ইস্যু করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ০৬-০৪-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র দেওয়া সত্ত্বেও কোন সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- কার্যাদেশ বাতিল, শাস্তি ও ফাইন আরোপ সংক্রান্ত ঝুঁকি কমানোর লক্ষ্যে নিয়মিতভাবে চুক্তি প্রতিপালনের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণের প্রয়োজন ও এইচইডি সদর দপ্তর ও কার্যস্থল উভয় স্থানেই এ সংক্রান্ত নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা আবশ্যক।
- চুক্তির শুরুতে ব্যাংক গ্যারান্টি আদায় করা হয়েছে কিনা ও সময়মত নবায়ন করা হয়েছে কিনা, এইচইডি কর্তৃক তা নিশ্চিত করা প্রয়োজন।
- দায়ী ব্যক্তির বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক আপত্তিতে জড়িত অর্থ আদায় করা আবশ্যক।
- আপত্তিতে জড়িত অর্থ আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করে নিরীক্ষা অধিদপ্তরকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ -৩।

শিরোনাম ঃ CPTU এর Website ও দুইটি বহুল প্রচারিত বাংলা ও ইংরেজি জাতীয় পত্রিকার মাধ্যমে টেন্ডার আহ্বান না করে সীমিত দরপত্র পদ্ধতির মাধ্যমে (LTM) মেরামত কাজ সম্পাদন করে অনিয়মিতভাবে ১১,৯৮,৮৪,০০০ টাকা পরিশোধ।

বিবরণ ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী, স্বাস্থ্য প্রকৌশলী অধিদপ্তর, যশোর বিভাগ, যশোর কার্যালয়ের ২০১০-২০১১ ও ২০১১-২০১২ অর্থ বৎসরদ্বয়ের হিসাব ১৬-৬-২০১৩ খ্রিঃ হতে ২৩-৬-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষা করা হয়েছে।
- নিরীক্ষাকালে দেখা যায় প্যাকেজ নং এইচইডি.জিওবি/২০১১-১২/২০১ হতে এইচইডি/জিওবি/২০১১-১২/১৬৩ পর্যন্ত কাজের সিপিটিইউ ওয়েবসাইটে এবং দুইটি বাংলা ও ইংরেজি দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়নি।
- দরপত্র বিজ্ঞপ্তির টাকার পরিমাণ এক কোটি টাকার উর্ধ্বে হলে তা দুইটি বহুল প্রচারিত বাংলা এবং ইংরেজি দৈনিক পত্রিকায় প্রচারসহ সিপিটিইউ এর ওয়েব সাইটে ব্যাপক প্রচার করতে হবে। এক্ষেত্রে তা করা হয়নি **[পরিশিষ্ট-০৩]**।
- নিরীক্ষাকালে টেন্ডার নোটিশ নম্বর এম ও এইচ এফ ডব্লিউ/এইচইডি/জেডি/জিওবি/রিপেয়ার/১১-১২/২০ তাং-১১-০১-১২ খবরের কাগজ ও কার্য সংশ্লিষ্ট নথি ইত্যাদি পর্যালোচনা করা হয়।
- এতে দেখা যায় যে, ১১,৯৮,৮৪,০০০ টাকার কাজ উন্মুক্ত দরপত্র আহ্বান না করে সীমিত দরপত্র পদ্ধতির মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়েছে।

অনিয়ম ঃ পিপিআর ২০০৮ এর প্রবিধান -৬৩ অনুযায়ী কেবলমাত্র কাজের প্রকৃতির জন্য তা বিশেষ কিছু সংস্থার মাধ্যমে প্রাপ্তব্য হলে তার জন্য সীমিত দরপত্র পদ্ধতি ব্যবহার করা যায় ।

- এতে দেখা যায় যে, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কোন প্রকার এপিপি প্রণয়ন ও অনুমোদন ছাড়াই ১১,৯৮,৮৪,০০০ টাকার উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছেন।
- পিপিআর-২০০৮ এর প্রবিধান মোতাবেক কোন আর্থিক বৎসরে যে সমস্ত উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে তা একটি রিপোর্ট আকারে প্রণয়নপূর্বক যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে অনুমোদনের পর বাজেট বরাদ্দ থাকলে সে অনুযায়ী উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে। আলোচ্য ক্ষেত্রে কোন এপিপি প্রণয়ন অনুমোদন ও সে মোতাবেক বাজেট বরাদ্দ ও তহবিল ছাড় ছাড়াই যাবতীয় উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- কাজগুলো ছোট ছোট এবং সংখ্যায় অনেক বিধায় সিপিটিইউ ওয়েবসাইট প্রদান করা হয়নি।
- ছোট ছোট করে কাজ করা হয়েছে বিধায় এলটিএম এ কাজ করা হয়েছে।
- এপিপি কেন্দ্রীয়ভাবে প্রধান কার্যালয় (এইচইডি) কর্তৃক প্রণয়ন করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব স্বীকৃতিমূলক।
- জবাব স্বীকৃতিমূলক অর্থাৎ খোলা দরপত্র আহ্বান না করে সীমিত দরপত্র পদ্ধতি অনিয়মিতভাবে ব্যবহার করা হয়েছে।
- এপিপি কেন্দ্রীয়ভাবে প্রধান কার্যালয় হতে প্রণয়ন করা হলেও এ সংক্রান্ত কোন সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া যায়নি।
- বিষয়টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসাবে চিহ্নিত করে ২৬-০১-২০১৪ খ্রিঃ অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসাবে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ২৬-০২-২০১৪ খ্রিঃ তাগিদপত্র ইস্যু করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ০৬-০৪-২০১৪ খ্রিঃ আধা-সরকারি পত্র দেওয়া সত্ত্বেও কোন সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- চুক্তি করার ক্ষেত্রে বিভাগীয় প্রকৌশলী কর্তৃক উপযুক্ত পদ্ধতিতে দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে কিনা, তা যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যাচাই করা আবশ্যক।
- ১১,৯৮,৮৪,০০০ টাকা মূল্যের দরপত্র বিজ্ঞপ্তি কোনক্রমেই ছোট ছোট নয় বিধায় উক্ত বিজ্ঞপ্তিটি ওয়েব সাইটে এবং দুইটি বাংলা ও ইংরেজি দৈনিক পত্রিকায় প্রদান করা উচিত ছিল। এক্ষেত্রে তা করা হয়নি।
- ওয়েব সাইটে বিজ্ঞপ্তি প্রদান না করে কার্য সম্পাদনের জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করা আবশ্যক।
- উল্লেখ্য যে, উক্ত সময়ে নির্বাহী প্রকৌশলী হিসেবে জনাব এ এস এম আরিফুল করিম দায়িত্বরত ছিলেন।
- খোলা দরপত্রের পরিবর্তে সীমিত দরপত্রের মাধ্যমে কার্য সম্পাদনের জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ আবশ্যক।
- এপিপি প্রণয়ন ও তা অনুমোদন ছাড়াই উন্নয়ন কার্যক্রম শুরু করার জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ -৪।

শিরোনাম ঃ জালিয়াতির মাধ্যমে নকল টেস্ট রিপোর্ট উপস্থাপনের মাধ্যমে ৩টি পূর্ত কাজের ৭,৬৩,১৮,৮৬১ টাকা ঠিকাদারকে পরিশোধ।

বিবরণ ঃ

- প্রধান প্রকৌশলী, স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা অফিসের ২০১০-১২ আর্থিক সালের হিসাব ১৩-৫-২০১৩ খ্রিঃ হতে ৭-৬-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়।
- নিরীক্ষাকালে নথিতে রক্ষিত বিভিন্ন টেস্ট রিপোর্ট এবং উক্ত টেস্ট রিপোর্ট মূল্যের উপর বুয়েট, ঢাকার যাচাই প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হয়।
- এতে দেখা যায় যে, নরসিংদী জেলার মনোহরদী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের টেস্ট রিপোর্টগুলো জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম, সহকারী প্রকৌশলী, জনাব এ কে এম মাজহারুল হক, সহকারী প্রকৌশলী ও জনাব মোঃ সাইফুর রহমান নকল করে নিম্ন মানের নির্মাণ সামগ্রী দিয়ে ভবনের নির্মাণ মূল্য বাবদ ২,১০,২৮,৯৭২ টাকা ঠিকাদার স্ক্যান এসোসিয়েটস (প্রাঃ) কে পরিশোধ করেন।
- ঠাকুরগাঁও জেলার রানিশংকৈল উপজেলার নেকমরদ ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ কাজের টেস্ট রিপোর্টগুলো জনাব গোলাম মাহবুব, সহকারী প্রকৌশলী কর্তৃক নকল করে এবং ওয়েজ করনী, সহকারী প্রকৌশলী, তা যাচাই করে ঠিকাদার মেসার্স রাব্বানী এন্ড এসোসিয়েশনকে ৫৯,২৪,১৩৬ টাকা পরিশোধ করেন।
- চাঁদপুর জেলার ফরিদগঞ্জ উপজেলার স্বাস্থ্য কেন্দ্রকে ৩১ শয্যা থেকে ৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ কাজের টেস্ট রিপোর্টগুলো জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম পাটোয়ারী, সহকারী প্রকৌশলী – নকলকারক, সরকার মোঃ দেলোয়ার হোসেন, সহকারী প্রকৌশলী– যাচাইকারী, জনাব মোঃ সাদেক হোসেন, জোনাল প্রকৌশলী, ডিডিসি লিঃ, উপদেষ্টা – যাচাইকারী ব্যক্তিগণ সমবেতভাবে রিপোর্টসমূহ জাল করে ঠিকাদারকে ৪,৯৩,৬৫,৭৫৩ টাকা পরিশোধ করেছেন।
- উপর্যুক্ত টেস্টগুলো ১৬-৫-১৩ তারিখে পরীক্ষার জন্য বুয়েট, ঢাকায় প্রেরণ করা হলে বুয়েট, ঢাকা বিআরটিসি অফিস তাদের পত্র নং- ৪৮/১২-১৪ তারিখ ঃ ২৭ -৫-১৩ এর মাধ্যমে টেস্ট রিপোর্টগুলো নকল ও জালিয়াতির মাধ্যমে তৈরী বলে উল্লেখ করেন।
- সুতরাং দেখা যাচ্ছে নির্মাণ সংস্থা কর্তৃক তৈরী নিম্নমানের ভবনের নকল টেস্ট রিপোর্ট তৈরী করে ৩টি ভবনের জন্য (২,১০,২৮,৯৭২+৫৯,২৪,১৩৬+ ৪,৯৩,৬৫,৭৫৩) =৭,৬৩,১৮,৮৬১ টাকা পরিশোধ করায় সরকারি অর্থের অপচয় করা হয়েছে **[পরিশিষ্ট-০৪]**।

অনিয়ম ঃ ঠিকাদারদের সহিত সম্পাদিত চুক্তির স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী যাবতীয় কীট ও মালামাল মানসম্পন্ন হতে হবে। কিন্তু বাস্তবে তা না হওয়ায় নকল ও জালিয়াতির মাধ্যমে তা যথাযথ দেখিয়ে সরকারি অর্থ অপচয় করা হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- " জবাব প্রদান করা হয়নি।"

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- যেহেতু স্থানীয় কর্তৃপক্ষ উত্থাপিত আপত্তির উপর কোন জবাব প্রদান করেননি সেহেতু জালিয়াতির মাধ্যমে নকল টেস্ট রিপোর্ট উপস্থাপন করে তিনটি পূর্ত কাজের চূড়ান্ত বিল পরিশোধের বিষয়টি স্থানীয় কর্তৃপক্ষ অবহিত আছেন।
- বিষয়টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসাবে চিহ্নিত করে ২৬-০১-২০১৪ খ্রিঃ অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসাবে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ২৬-০২-২০১৪ খ্রিঃ তাগিদপত্র ইস্যু করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ০৬-০৪-২০১৪ খ্রিঃ আধা-সরকারি পত্র দেওয়া সত্ত্বেও কোন সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- শুধুমাত্র সম্পাদিত কাজের জন্যই বিভাগীয় প্রকৌশলীগণ অর্থ পরিশোধ করেছেন কিনা তা যাচাই করা আবশ্যক। ঠিকাদারকে অতিরিক্ত অর্থ পরিশোধের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ জরুরী।
- নকল টেস্ট রিপোর্ট তৈরীর জন্য দায়ী উপ-সহকারী প্রকৌশলী জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম, উপ-সহকারী জনাব এ কে সাইফুর রহমান এর দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ আবশ্যক।
- নকল টেস্ট রিপোর্ট তৈরীর জন্য দায়ী উপ-সহকারী প্রকৌশলী জনাব গোলাম মাহবুব এবং সহকারী প্রকৌশলী জনাব ওয়েজ করনি এর দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করা আবশ্যক।
- নকল টেস্ট রিপোর্ট তৈরীর জন্য দায়ী উপ-সহকারী প্রকৌশলী জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম পাটোয়ারী, উপ-সহকারী প্রকৌশলী দেলোয়ার হোসেন এবং সহকারী প্রকৌশলী জনাব মোঃ সাদেক হোসেন এর দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ আবশ্যক।
- দায়ী ব্যক্তিদের নিকট হতে জালিয়াতির মাধ্যমে পরিশোধিত সমুদয় অর্থ আদায় করে প্রমাণকসহ পরবর্তী জবাব প্রেরণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ -৫।

শিরোনাম ঃ অনিয়মিতভাবে উন্নয়ন প্রকল্পের চাকুরিকাল গণনা করে টাইম স্কেল সিলেকশন গ্রেড স্কেল প্রদান করায় এবং অনিয়মিতভাবে অস্থায়ী রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরের পূর্বেই প্রকল্পের কর্মচারীদের চাকুরি বিরতিকালের বেতন ভাতা বাবদ ৬,৪৯,১৭,৯৮০ টাকা পরিশোধ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ ঃ

- প্রধান প্রকৌশলী, স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা কার্যালয়ের ২০১০-২০১১ ও ২০১১-২০১২ আর্থিক সালের হিসাব ৭-৭-২০১৩ খ্রিঃ হতে ১১-০৭-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়েছে।
- নিরীক্ষাকালে জনাব মোঃ গোলাম সরওয়ার, হিসাব রক্ষক এবং উপসহকারী প্রকৌশলীদের ব্যক্তিগত নথি, বেতন ভাতা সংক্রান্ত নথি ইত্যাদি পর্যালোচনা করা হয়।

(ক) পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ০১-০৩-২০০০ তারিখের স্মারক নং-পকউ/উ-২/রাজস্ব/১৩৪/৯৫/৫৯ অনুযায়ী হিসাব রক্ষক জনাব মোঃ গোলাম সরওয়ার কে ০১-০৩-২০০০ তারিখ হতে অস্থায়ীভাবে প্রতি বছর পদ সংরক্ষণের ভিত্তিতে রাজস্ব খাতে স্থানান্তর করা হয়। ফলে জনাব মোঃ গোলাম সরওয়ার ১-০৩-২০০৮ তারিখে প্রথম টাইম স্কেল এবং ১-০৩-২০১২ তারিখে ২য় টাইম স্কেল প্রাপ্য হন।

- কিন্তু তাকে বাস্তবে ১ম, ২য়, ৩য় টাইম স্কেল ও সিলেকশন গ্রেড স্কেল প্রদান করা হয়েছে। ফলে জনাব মোঃ গোলাম সরওয়ারকে একটি টাইম স্কেল ও সিলেকশন গ্রেড অতিরিক্ত প্রদান করা হয়েছে **[পরিশিষ্ট-৫ (১)]**।

অনিয়ম ঃ অর্থ মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন শাখা-৪ এর ২২-০৯-২০১১ তারিখের স্মারক নং অম/অবি (বাস্ত-৪)/বিবিধ-২০/উঃ স্কেলঃ/২০০৭/ (অংশ)/৭৪ অনুযায়ী, উন্নয়ন প্রকল্প হতে রাজস্ব খাতে স্থানান্তরিত কর্মরত কর্মচারীদের প্রকল্পের চাকুরিকাল গণনা করে বেতন, ২টি পেনশন ও আনুষঙ্গিক সুবিধাদি নির্ধারিত হবে। কিন্তু পদধারীদের টাইম স্কেল ও সিলেকশন গ্রেড প্রদানের ক্ষেত্রে প্রকল্পের চাকুরিকাল গণনাযোগ্য নহে।

- একই মন্ত্রণালয়ের ১৫-১২-২০০৯ তারিখের স্মারক নম্বর অম/অবি (বাস্ত-৪)/বিবিধ-২০/উঃ স্কেল/২০০৭/৯১ অনুযায়ী প্রকল্প থেকে রাজস্ব খাতে স্থানান্তরিত পদের পদধারীদের প্রকল্প থেকে রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের পর শুধুমাত্র রাজস্ব খাতের চাকরিকাল গণনা করে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে প্রাপ্যতা অনুযায়ী এতদসংক্রান্ত বিধি বিধান অনুসরণে টাইম স্কেল ও সিলেকশন গ্রেড প্রদেয় হবে।
- একই মন্ত্রণালয়ের ২১-০৯-২০১০ তারিখের স্মারক নং- অম/অবি/বাস্ত-৪/বিবিধ-২০/উঃ স্কেল/২০০৭ অনুযায়ী "উন্নয়ন প্রকল্প হতে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরিত পদে পদধারীদের নিয়মিতকরণ ও জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ বিধিমালা-২০০৫" এর আওতায় উন্নয়ন প্রকল্প হতে রাজস্ব খাতে স্থানান্তরিত পদে পদধারীদের প্রকল্পের চাকুরিকাল গণনা করে টাইম স্কেল এবং সিলেকশন গ্রেড প্রদানের অবকাশ নেই মর্মে অর্থ বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত ইতোপূর্বেকার মতামত যথার্থ। উক্ত মতামত/ব্যাখ্যা সংশ্লিষ্ট বিধিমালার সাথে সাংঘর্ষিক/অসংগতিপূর্ণ নয়।

(খ) পর্যালোচনায় আরো দেখা যায় যে, প্রধান প্রকৌশলী, স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের ৭৬ জন উপ-সহকারী প্রকৌশলীগণকে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন-২ শাখা কর্তৃক ১৫-১০-২০০৬ তারিখের স্মারক নং-প ক উ/উ-২/নিয়মিত-১/২০০৬/৪৪৫/১ এর মাধ্যমে ১৫-১১-২০০৬ খ্রিঃ তারিখ হতে নিয়মিত করা হয়েছে। কিন্তু

সিএমএমইউ প্রকল্পটি ৩১-১২-১৯৯৬ খ্রিঃ তারিখে সমাপ্ত হয়েছে। ফলে ০১-০৭-১৯৯৭ খ্রিঃ তারিখ হতে ১৪-১০-২০০৬ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ৭৬ জন উপ-সহকারী প্রকৌশলী প্রশাসনিক ও নকশাকারের চাকুরি বিরতিকাল ছিল। ফলে উক্ত কালের বেতন ভাতা সংশ্লিষ্ট কর্মচারী/কর্মকর্তাদের নিকট পরিশোধযোগ্য ছিল না। কিন্তু স্থানীয় কর্তৃপক্ষ অনিয়মিতভাবে উক্ত কর্মচারী/কর্মকর্তাদের বেতন ভাতা বাবদ ৪,৯৮,২৫,৯৮০ টাকা পরিশোধ করেছে **[পরিশিষ্ট-৫ (২)]**।

অনিয়ম ঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের সওব্য শাখা-২ এর ২০-০৭-২০০৮ খ্রিঃ তারিখের স্মারক নম্বর-সম (সওজ-২)-১১/২০০৭-১১৩ অনুযায়ী প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার পর হতে অস্থায়ী রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরের পূর্ব পর্যন্ত সময়কালকে বিএসআর পার্ট-১ এর বিধি ৩০২ এর (ডি) অনুযায়ী অনুমোদিত চাকরি বিরতিকাল (interuption of Service) হিসাবে গণ্য হবে। উক্ত সময়কালের জন্য কোনরূপ বেতন ভাতাদি প্রাপ্য হবেন না। এক্ষেত্রে চাকুরি বিরতি কালের বেতন ভাতা বাবদ অর্থ পরিশোধ করা হয়েছে।

(গ) পর্যালোচনায় আরো দেখা যায় যে, উপ-সহকারী প্রকৌশলীদেরকে ০৬-০৪-২০১১ খ্রিঃ তারিখের স্মারক নং- ৪৫,১৬৭.০৮০.০১.০২.০০৫.২০১০-৯০ এর মাধ্যমে ৭৬ জন উপ-সহকারী প্রকৌশলী, এস্টিমেটর ও নকশাকারদের তাদের নামের পাশে উল্লিখিত তারিখ হতে ভূতাপেক্ষভাবে প্রকল্পে চাকুরিরত সময়কালকে গণনা করে টাইম স্কেল ও সিলেকশন গ্রেড প্রদান করা হয়েছে। ফলে সরকারের ১,৫০,৯২,০০০ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে **[পরিশিষ্ট-৫ (৩)]**।

- জনাব মোঃ গোলাম সরওয়ার, হিসাব রক্ষক এবং ৭৭ জন উপ-সহকারী প্রকৌশলীর উন্নয়ন প্রকল্পের চাকরিকাল গণনা করে টাইম স্কেল, সিলেকশন গ্রেড স্কেল প্রদান এবং অস্থায়ী রাজস্ব বাজেট স্থানান্তর পূর্বে প্রকল্পের কর্মচারীদের চাকুরি বিরতিকাল বেতন ভাতা বাবদ = (৪,৯৮,২৫,৯৮০ +১,৫০,৯২,০০০)=৬,৪৯,১৭,৯৮০ টাকা কর্মচারীদের অনিয়মিতভাবে পরিশোধ করে সরকারের আর্থিক ক্ষতি করা হয়েছে।

অনিয়ম ঃ অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ, বাস্তবায়ন অনু বিভাগ, বাস্তবায়ন শাখা-১ এর ২১-০৯-২০১০ খ্রিঃ তারিখের স্মারক নং-অম/অবি/বাস্ত-৪/বিবিধ-২০/উচ্চস্কেল/২০০৭ অনুযায়ী " উন্নয়ন প্রকল্প হতে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরিত পদের পদধারীদের নিয়মিতকরণ ও জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ বিধিমালা,২০০৫" এর আওতায় উন্নয়ন প্রকল্প হতে রাজস্ব খাতে স্থানান্তরিত পদের পদধারীদের প্রকল্পের চাকুরিকাল গণনা করে টাইম স্কেল এবং সিলেকশন গ্রেড প্রদানের অবকাশ নেই।

ক. একই মন্ত্রণালয়ের ২২-০৯-২০১১ খ্রিঃ তারিখের স্মারক নং-অম/অবি (বাস্ত-৪)/বিবিধ-২০/উঃ/২০০৭/(অংশ)/৭৪ অনুযায়ী, উন্নয়ন প্রকল্প হতে রাজস্ব খাতে স্থানান্তরিত কর্মরত কর্মচারীদের প্রকল্পের চাকুরিকাল গণনা করে বেতন, ২টি, পেনশন ও আনুষঙ্গিক সুবিধাদি নির্ধারিত ক্ষেত্রে প্রায়োগিক হলেও টাইম স্কেল ও সিলেকশন গ্রেড প্রদানের ক্ষেত্রে প্রকল্পের চাকুরিকাল গণনাযোগ্য নহে।

খ. একই মন্ত্রণালয়ের ১৫-১২-২০০৯ খ্রিঃ তারিখের স্মারক নং-অম/অবি (বাস্ত-৪)/বিবিধ-২০/(উঃমেঃ)/২০০৭/৯১ অনুযায়ী, প্রকল্প থেকে রাজস্ব খাতে স্থানান্তরিত পদের পদধারীদের প্রকল্পের চাকরিকালের সহিত রাজস্ব খাতের চাকুরিকাল যুক্ত/গণনা করে অর্থাৎ প্রকল্পের ও রাজস্ব খাতের চাকুরিকালের সমষ্টির ভিত্তিতে টাইম স্কেল ও সিলেকশন গ্রেড প্রদেয় নহে। আলোচ্য ক্ষেত্রে উন্নয়ন/প্রকল্পের চাকুরিকাল, টাইম স্কেল ও সিলেকশন গ্রেড প্রদানের জন্য গণনা করে টাইম স্কেল ও সিলেকশন গ্রেড প্রদান করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

(ক) অনিয়মিতভাবে উন্নয়ন প্রকল্পের চাকরিকাল গণনা করে টাইম স্কেল, সিলেকশন গ্রেড স্কেল প্রদান করা হয়ে থাকলে তা বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

(খ) অনিয়মিতভাবে বেতন ভাতা পরিশোধ করা হলে তা নিয়মিত করা হবে।

(গ) অতিরিক্ত টাইম স্কেল ও সিলেকশন গ্রেড প্রদান করা হলে সেক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব স্বীকৃতিমূলক।
- বিষয়টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসাবে চিহ্নিত করে ২৬-০১-২০১৪ খ্রিঃ অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসাবে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ২৬-০২-২০১৪ খ্রিঃ তাগিদপত্র ইস্যু করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ০৬-০৪-২০১৪ খ্রিঃ আধা-সরকারি পত্র দেওয়া সত্ত্বেও কোন সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- জবাব মোতাবেক অনিয়মিতভাবে উন্নয়ন প্রকল্পের চাকুরিকাল, চাকুরি বিরতিকালের বেতন ভাতা পরিশোধ, টাইমস্কেল ও সিলেকশন গ্রেড স্কেল প্রকল্পের ক্ষেত্র গণনা করে টাইম স্কেল ও সিলেকশন গ্রেড প্রদানের জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করা আবশ্যক।
- অনিয়মিতভাবে অতিরিক্ত পরিশোধিত সমুদয় অর্থ জড়িত ব্যক্তির নিকট হতে আদায় করে তা সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।
- বেতন ভাতা পরিশোধকারী অফিসে অনিয়মিতভাবে উপ-সহকারী প্রকৌশলীদের টাইম স্কেল ও সিলেকশন গ্রেডে বেতন প্রদান বন্ধের আদেশ জারি করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ -৬।

শিরোনাম ঃ উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতির পরিবর্তে সীমিত দরপত্র পদ্ধতির মাধ্যমে মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে অনিয়মিতভাবে ৪,৭৮,৪৪,৫৪৮ টাকা পরিশোধ।

বিবরণ ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী, স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, সিলেট বিভাগ, সিলেট কার্যালয়ের ২০১১-২০১২ অর্থ বৎসরের হিসাব ৯-৬-২০১৩ খ্রিঃ হতে ১৪-৬-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়েছে।
- নিরীক্ষাকালে টেন্ডার নোটিশ নম্বর (আর এন্ড পি) টেন্ডার ৪৫/২০১২/৫৭ (তারিখ-১১-০১-২০১২) খবরের কাগজ ও কার্য-সংশ্লিষ্ট নথি ইত্যাদি পর্যালোচনা করা হয়।
- এতে দেখা যায় যে, মেরামত কাজে দরপত্র ৪,৭৮,৪৪,৫৪৮ টাকার হওয়া সত্ত্বেও তা খোলা দরপত্র পদ্ধতি ও দৈনিক খবরের কাগজে এবং সিপিটিইউ এর ওয়েবসাইটে প্রচার করা হয়নি **[পরিশিষ্ট-০৬]**।

অনিয়ম ঃ পিপিআর ২০০৮ এর প্রবিধান-৬১ অনুযায়ী কেবলমাত্র কাজের প্রকৃতির জন্য তা বিশেষ কিছু সংস্থার মাধ্যমে প্রাপ্তব্য হলে তার জন্য সীমিত দরপত্র পদ্ধতি ব্যবহার করা যায় এবং দরপত্র বিজ্ঞপ্তির টাকার পরিমাণ ১,০০,০০,০০০ টাকার উর্ধ্বে হলে তা দুইটি বহুল প্রচারিত বাংলা ও ইংরেজি দৈনিক পত্রিকায় প্রচারসহ সিপিটিইউ এর ওয়েবসাইটে ব্যাপক প্রচার করতে হবে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তা করা হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নথিপত্র পর্যালোচনাপূর্বক পরবর্তীতে জবাব প্রদান করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব অন্তর্বর্তীকালীন বিধায় গ্রহণযোগ্য নয়।
- বিষয়টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসাবে চিহ্নিত করে ২৬-০১-২০১৪ খ্রিঃ অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসাবে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ২৬-০২-২০১৪ খ্রিঃ তাগিদপত্র ইস্যু করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ০৬-০৪-২০১৪ খ্রিঃ আধা-সরকারি পত্র দেওয়া সত্ত্বেও কোন সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- চুক্তি করার ক্ষেত্রে বিভাগীয় প্রকৌশলী কর্তৃক উপযুক্ত পদ্ধতিতে দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে কিনা, তা যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যাচাই করা আবশ্যক।
- সরকারি বিধি উপেক্ষা করে খোলা দরপত্র আহ্বান ও ওয়েবসাইটে বিজ্ঞপ্তি প্রচার না করেই এলটিএম এর মাধ্যমে কার্য সম্পাদনের জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করা আবশ্যক।
- উক্ত সময়ে নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব এ কে এম বদরুল ইসলাম দায়িত্বরত ছিলেন।

অনুচ্ছেদ -৭।

শিরোনাম ঃ ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র নির্মাণ কাজে ৩৩% রড কম ব্যবহার করা সত্ত্বেও মেজারমেন্ট নিয়ে অতিরিক্ত বিল পরিশোধে সরকারের ২,১৪,৯৬,২৭৫ টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ ঃ

- প্রধান প্রকৌশলী, স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, মতিঝিল, ঢাকা কার্যালয়ের ২০১০-২০১১ ও ২০১১-২০১২ অর্থ বৎসরের হিসাব ১৩-৫-২০১৩ খ্রিঃ হতে ৭-৬-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে সম্পন্ন করা হয়।
- নিরীক্ষাকালে মুন্সীগঞ্জ জেলার চরসেলাই কুমার ভোগ গজারিয়া ও রসুলপুর এবং মানিকগঞ্জ জেলার দাউদপুর নওগাঁ ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র নির্মাণ কাজের চুক্তিপত্র নথি, বিল ভাউচার, এমবি, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাগজপত্র পর্যালোচনা করা হয়েছে।
- এতে দেখা যায় যে, উক্ত নির্মাণ কাজের প্রকল্প প্রকৌশলী, নির্মাণ সাইট ১০-১১-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে পরিদর্শন করেন এবং বীম কলামের রড সংগ্রহ করে বুয়েটে পরীক্ষার জন্য পাঠান। বুয়েট পরীক্ষার রিপোর্টে ঠিকাদার কর্তৃক ৬০ গ্রেড এর পরিবর্তে ৪০ গ্রেড রড ব্যবহারের সত্যতা পাওয়া যায়।
- ২৬-১১-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে প্রদত্ত পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের প্রতিবেদনের সুপারিশে উক্ত নির্মাণ কাজে অতিরিক্ত ৩৩% ৪০ গ্রেড রড ব্যবহার করার কথা বলা হয় এবং উক্ত ব্যয় ঠিকাদার কর্তৃক বহন করতে হবে উল্লেখ করা হয়।
- উক্ত নির্মাণ কাজের রেকর্ড মেজারমেন্ট এর এম বি নং-৮৬ হতে দেখা যায় ৩০-৪-২০০৯ খ্রিঃ তারিখ হতে শুরু করে ১৬-৯-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে সর্বশেষ মেজারমেন্ট গ্রহণ করা হয়। উক্ত তারিখের পর ঠিকাদার কর্তৃক আর কাজ করা হয়নি।
- পরবর্তীতে ঠিকাদার কর্তৃক কাজ না করায় পত্র নং- ১৫৫৭, ২৯-৫-২০১১ খ্রিঃ তারিখে জরিমানা সহ কার্যাদেশ বাতিল করা হয়।
- উক্ত নির্মাণ কাজে ৩৩% রড কম ব্যবহার করায় ভবন ব্যবহারের অবকাশ নেই।
- ফলে সরকারের ২,১৪,৯৬,২৭৫ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে **[পরিশিষ্ট-০৭]**।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- " সরেজমিনে পরীক্ষা/যাচাই করে প্রয়োজনীয় জবাব/মতামত পরীক্ষা করে পরবর্তীতে প্রদান করা হবে।"

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- প্রকৃত জবাব এড়িয়ে যাওয়ার জন্যই এরূপ মন্তব্য প্রদান করা হয়েছে, যা আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়।
- বিষয়টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসাবে চিহ্নিত করে ২৬-০১-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসাবে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ২৬-০২-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র ইস্যু করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ০৬-০৪-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র দেওয়া সত্ত্বেও কোন সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- এ বিষয়ে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণসহ আপত্তিকৃত অর্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ -৮।

শিরোনাম ঃ বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা এবং প্রাক্কলন প্রস্তুত ও অনুমোদন ব্যতীত মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে অনিয়মিতভাবে ৩,৯০,৭৩,০০০ টাকা ব্যয়।

বিবরণ ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী, স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, সিলেট বিভাগ, সিলেট কার্যালয়ের ২০১১-২০১২ অর্থ বৎসরের হিসাব ৯-৬-২০১৩ হতে ১৪-৬-২০১৩ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়েছে।
- নিরীক্ষাকালে ২০১১-২০১২ অর্থ বৎসরের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজের বিল, ভাউচার, চুক্তিপত্র, কার্যাদেশ, অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রাক্কলন নথি, বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার নথি এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাগজপত্র পর্যালোচনা করা হয়েছে।
- এতে দেখা যায় যে, বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন, কোন প্রাক্কলন প্রস্তুত ও অনুমোদন ব্যতীত মোট ৭৯টি প্যাকেজের মধ্যে ৬৭টির মাধ্যমে মোট ৩,৯০,৭৩,০০০ টাকার চুক্তি সম্পাদন করতঃ অনিয়মিতভাবে পরিশোধ করা হয়েছে **[পরিশিষ্ট-০৮]**।
- পিপিআর-২০০৮ এর ধারা ১৭ এর নির্দেশানুযায়ী মেরামত কাজের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রস্তুত ও অনুমোদন বাধ্যতামূলক।
- প্রাক্কলন প্রস্তুত ও অনুমোদন ব্যতীত চুক্তিসম্পাদন ও ব্যয় নির্বাহের কোন অবকাশ নেই। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে তা করা হয়নি।

অনিয়ম ঃ

সিপিডব্লিউ 'এ' কোড এর প্যারা ৩২-৩৯ অনুযায়ী অনুমোদিত বাজেট বরাদ্দ ছাড়া কোন অর্থ পরিশোধ করা যায় না এবং জিএফআর-১০ অনুযায়ী সরকারি তহবিল হতে বাস্তব প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোন অর্থ ব্যয় করা যায় না এবং জিএফআর বিধি ৯৬ অনুযায়ী সকল অর্থ পরিশোধের পূর্বে যথাযথ যাচাই ও অনুমোদনের প্রয়োজন প্রাপ্যতা থাকা প্রয়োজন।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- আপত্তিতে কাজের প্রাক্কলন ও প্রধান প্রকৌশলী মহোদয়ের দপ্তর হতে অনুমোদিত হওয়ার পর টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- নিরীক্ষিত অফিসের তাৎক্ষণিক জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক নয় বিধায় গ্রহণযোগ্য নয়। প্রধান প্রকৌশলীর অফিস কর্তৃক প্রাক্কলন অনুমোদন করা হয় এরূপ প্রমাণক নিরীক্ষায় উপস্থাপন করা হয়নি।
- বিষয়টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসাবে চিহ্নিত করে ২৬-০১-২০১৪ খ্রিঃ অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসাবে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ২৬-০২-২০১৪ খ্রিঃ তাগিদপত্র ইস্যু করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ০৬-০৪-২০১৪ খ্রিঃ আধা-সরকারি পত্র দেওয়া সত্ত্বেও কোন সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং প্রাক্কলন অনুমোদন ব্যতীত মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে অর্থ ব্যয়ের জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক দায়ী ব্যক্তির বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

৫—

অনুচ্ছেদ -৯।

শিরোনাম ঃ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স নির্মাণ ও আপগ্রেডেশন কাজে ঠিকা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সম্পাদিত কাজের পরিমাণ অপেক্ষা বিলে অতিরিক্ত মেজারমেন্ট নিয়ে বিল পরিশোধে সরকারের ২,২৪,৪৭,৯৫৮ টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ ঃ

- প্রধান প্রকৌশলী, স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা অফিসের ২০১০-১২ আর্থিক সালের হিসাব ১৩-৫-২০১৩ খ্রিঃ হতে ৭-৬-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়।
- নিরীক্ষাকালে নোয়াখালী জেলার কোম্পানীগঞ্জ, রাজশাহী জেলার তানোর ও পুঠিয়া এবং কক্সবাজার জেলার রামু উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এর আপ-গ্রেডেশন কাজের (৩১ শয্যা হতে ৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ) চুক্তিপত্র, বিল ভাউচার ঠিকাচুক্তি বাতিল এর পত্র, ঠিকাদার কর্তৃক সম্পাদিত ও অসম্পাদিত কাজের মেজারমেন্ট এর প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাগজপত্র পর্যালোচনা করা হয়।
- এতে দেখা যায় উপ-সহকারী প্রকৌশলী বিলটি প্রস্তুত করেছেন, যা পরবর্তী সহকারী প্রকৌশলী ও নির্বাহী প্রকৌশলী কর্তৃক যাছাইকৃত এইচইডি (HED) এর একাউন্টস সেকশন মেজারমেন্ট ও প্রাক্কলন সংযুক্ত করে পাঠানো হয়েছে। এতে আরো দেখা যায় যে, উপজেলা আপগ্রেডেশন কাজে ঠিকাদার কর্তৃক সম্পাদিত কাজের পরিমাণ অপেক্ষা অতিরিক্ত কাজের মেজারমেন্ট নিয়ে বিল পরিশোধ করা হয়েছে।
- ফলে সরকারের **২,২৪,৪৭,৯৫৮** টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে **[পরিশিষ্ট - ৯(১-৪)]**।
- সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসার (প্রধান কার্যালয়ের হিসাব রক্ষক এবং সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী ও তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী যিনি তত্ত্বাবধানকারী কর্মকর্তা) চূড়ান্ত/সংশোধিত প্রাক্কলন Bill of Quantity তে বিল পরিশোধের পূর্বে সমন্বয় করবে। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে তা করা হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- " যাচাই করে জবাব প্রদান করা হবে।"

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- নিরীক্ষিত অফিস কর্তৃক জবাব এড়িয়ে যাওয়ার জন্যই এরূপ মন্তব্য প্রদান করা হয়েছে, যা আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। আলোচনার সময় সংশ্লিষ্ট নথি, বিল ভাউচার, অবশিষ্ট কাজের প্রতিবেদন এবং ঠিকাদার কর্তৃক সম্পাদিত কাজের প্রতিবেদন যাচাই করা হলে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠতো, কিন্তু তা করা হয়নি।
- বিষয়টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসাবে চিহ্নিত করে ২৬-০১-২০১৪ খ্রিঃ অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসাবে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ২৬-০২-২০১৪ খ্রিঃ তাগিদপত্র ইস্যু করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ০৬-০৪-২০১৪ খ্রিঃ আধা-সরকারি পত্র দেওয়া সত্ত্বেও কোন সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- প্রকৃত কাজের জন্য বিভাগীয় ইঞ্জিনিয়ার কর্তৃক শুধুমাত্র সম্পাদিত কাজের জন্যই অনুমোদিত অর্থ যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ঠিকাদারকে প্রদান করা হচ্ছে কিনা, সেই সংক্রান্ত স্বাধীন যাচাই ব্যবস্থা প্রবর্তন করা জরুরী।
- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক দায়ী ব্যক্তির নিকট হতে আপত্তিতে জড়িত অর্থ আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করে নিরীক্ষা অধিদপ্তরকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ -১০।

শিরোনাম ঃ পুরাতন মালামাল ভবনে বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও নতুন মালামাল সরবরাহের মাধ্যমে তা নবায়ন দেখিয়ে সরকারের ২,১৭,০৩,৪৯৭ টাকা অপচয়।

বিবরণ ঃ

- প্রধান প্রকৌশলী, স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা অফিসের ২০১০-১১ ও ২০১১-১২ আর্থিক সালের হিসাব ১৩-৫-২০১৩ খ্রিঃ হতে ৭-৬-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়।
- নিরীক্ষাকালে স্টক ও স্যালভেজ রেজিস্টার, বিল-ভাউচার, চুক্তিপত্র, কার্যাদেশ এবং অফিস ভবন নির্মাণ সংক্রান্ত অন্যান্য দলিল-পত্রাদি পর্যালোচনা করা হয়।
- পর্যালোচনাকালে দেখা যায় যে, মেসার্স নিউ ফরমেশন আর্কিটেক্টসকে চুক্তি দলিলের প্যাকেজ নং-৭৬৫ ও ৭৬৬ এর বিপরীতে বৈদ্যুতিক পাখা, বৈদ্যুতিক তার এবং স্যানিটারি সামগ্রীর জন্য ২,১৭,০৩,৪৯৭ টাকা পরিশোধ করা হয়।
- যদিও স্টক হস্তান্তরের পক্ষে কোন প্রমাণ খুঁজে পাওয়া যায়নি। তাছাড়াও স্যালভেজ রেজিস্টার অনুযায়ী স্টকের পূর্ববর্তী আইটেমসমূহের বিক্রয় সংক্রান্ত কোন রেকর্ড খুঁজে পাওয়া যায়নি, যদিও তার প্রমাণ সংরক্ষণের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। সেই সাথে কোনো স্টক আইটেম নিলামে বিক্রয় করা হয়েছে কিনা, তারও কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি **[পরিশিষ্ট- ১০(১-২)]**।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- " বাস্তবতার ভিত্তিতে প্রমাণসহ পরবর্তীতে জবাব প্রদান করা হবে।"

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাব অন্তর্বর্তীকালীন বিধায় গ্রহণযোগ্য নয়।
- বিষয়টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসাবে চিহ্নিত করে ২৬-০১-২০১৪ খ্রিঃ অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসাবে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ২৬-০২-২০১৪ খ্রিঃ তাগিদপত্র ইস্যু করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ০৬-০৪-২০১৪ খ্রিঃ আধা-সরকারি পত্র দেওয়া সত্ত্বেও কোন সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- ভবন থেকে উদ্ধার প্রাপ্ত মালামাল সরকারি হিসাবে হিসাবভুক্ত না করার জন্য এবং সার্ভে রিপোর্ট করতঃ তা নিলামে বিক্রয় না করার জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করা আবশ্যক।
- দায়ী ব্যক্তিদের নিকট হতে পুরাতন মালামাল অথবা তার মূল্য আদায় করে সরকারি হিসাবে হিসাবভুক্তি পূর্বক প্রমাণকসহ পরবর্তী জবাব প্রেরণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ -১১।

শিরোনাম ঃ **স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এর আপ-গ্রেডেশন চুক্তির শর্তানুসারে কাজ সম্পাদনে ব্যর্থ ঠিকাদারের নিকট হতে জরিমানার অর্থ আদায় না করায় সরকারের ১,১৫,৬৭,০২৯ টাকা রাজস্ব ক্ষতি।**

বিবরণ ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী, স্বাস্থ্য প্রকৌশলী অধিদপ্তর, যশোর বিভাগ, যশোর কার্যালয়ের ২০১০-২০১১ ও ২০১১-২০১২ অর্থ বৎসরদ্বয়ের হিসাব ১৬-৬-২০১৩ খ্রিঃ হতে ২৩-৬-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষা করা হয়েছে।
- নিরীক্ষাকালে লোহাগড়া উপজেলা ও গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স কে ৩১ শয্যা হতে ৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ কাজের চুক্তিপত্র, বিল-ভাউচার, কার্যাদেশ বাতিল এর আদেশ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাগজপত্র পর্যালোচনা করা হয়েছে।
- এতে দেখা যায় যে, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আপ-গ্রেডেশনের কাজ সম্পাদনে চুক্তি অনুযায়ী দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার জন্য কার্যাদেশ বাতিল করা হলেও জরিমানার অর্থ আদায় করা হয়নি।
- ফলে সরকারের ১,১৫,৬৭,০২৯ টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে **[পরিশিষ্ট-১১]**।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- এই কাজগুলো প্রধান কার্যালয় হতে বিল পরিশোধ করা হয় বিধায় অত্র দপ্তরের সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- নিরীক্ষিত অফিসের তাৎক্ষণিক জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। পরিশিষ্টে উল্লিখিত দুটি কাজই যশোর বিভাগ কর্তৃক সম্পাদন করা হয়েছে। বিভাগ কর্তৃক সুপারিশ এর ভিত্তিতেই জরিমানা আরোপপূর্বক কার্যাদেশ বাতিল করা হয়েছে।
- বিষয়টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসাবে চিহ্নিত করে ২৬-০১-২০১৪ খ্রিঃ অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসাবে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ২৬-০২-২০১৪ খ্রিঃ তাগিদপত্র ইস্যু করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ০৬-০৪-২০১৪ খ্রিঃ আধা-সরকারি পত্র দেওয়া সত্ত্বেও কোন সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- চুক্তির শুরুতে ব্যাংক গ্যারান্টি আদায় হয়েছে কিনা ও সময়মত নবায়ন করা হয়েছে কিনা তা এইচইডি কর্তৃক নিশ্চিত করা প্রয়োজন।
- জরিমানার অর্থ বাবদ উক্ত ঠিকাদার/দায়ী ব্যক্তির নিকট হতে আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ -১২।

শিরোনাম ঃ চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করে ৬০ গ্রেড রডের পরিবর্তে ৪০ গ্রেড রড ব্যবহার করে ঠিকাদারকে ২,৬০,৫৩,৫৭২ টাকার বিল অনিয়মিতভাবে পরিশোধ।

বিবরণ ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী, স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, যশোর বিভাগ, যশোর কার্যালয়ের ২০১০-২০১১ ও ২০১১-২০১২ অর্থ বৎসরদ্বয়ের হিসাব ১৬-৬-২০১৩ খ্রিঃ হতে ২৩-৬-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষা করা হয়েছে।
- নিরীক্ষাকালে ঠিকাদার মেসার্স এমআর ৭ম এন্ড এ.ই.এল (জেভি) কর্তৃক সম্পাদিত মাগুরা জেলার মোহাম্মদপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে ৩১ হতে ৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ কাজের নথি, ভাউচার, চুক্তিপত্র, পরিমাপ বহি ইত্যাদি পর্যালোচনা করা হয়েছে।
- এতে দেখা যায় যে, ঠিকাদারকে ৪০ গ্রেডের রড আর সিসি কাজে ব্যবহারের জন্য ২,৬০,৫৩,৫৭২ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে । যদিও চুক্তির টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন অধ্যায়ে সর্বনিম্ন ৪১৫ এমপিএ ইল্ডিং স্ট্রেন্থ এম এস রড (৬০ গ্রেড রড) নির্মাণ কার্যে ব্যবহারের কথা বলা আছে [**পরিশিষ্ট-১২**]।

অনিয়ম ঃ ঠিকাদারের সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তিপত্রের কারিগরী স্পেসিফিকেশন অধ্যায়ের পৃষ্ঠা নং ০৬, শর্ত নং-৪.০ অনুযায়ী ৪১৫ এমপিএ সর্বনিম্ন ইয়েলডিং স্ট্রেন্থ ক্ষমতাসম্পন্ন এম এস ডি ফরম বার ব্যবহার করতে হবে। কিন্তু স্থানীয় কর্তৃপক্ষ চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করে ঠিকাদারকে ৪০ গ্রেডের ২৭৬ এমপিএ সর্বনিম্ন ইয়েলডিং স্ট্রেন্থ এর এম এস প্লেইন বার ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করে তার বিল পরিশোধ করে ।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- "চুক্তিতে উভয় গ্রেডের রড উল্লেখ থাকায় এবং রেপ ৪০ গ্রেডের হওয়ায় ৪০ গ্রেডের রড ব্যবহার করা হয়েছে।"

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- জবাব গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ ঠিকাদারের সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তির শর্তানুযায়ী ৬০ গ্রেড এম এস ডি ফরম বার ব্যবহার করতে হবে। তাছাড়া ৬০ গ্রেডের প্রতি টন রডের মূল্য ৬৭,০০০ টাকা। কিন্তু ঠিকাদারকে পরিশোধ করা হয়েছে টন প্রতি ৯২,০০০ টাকা । সুতরাং ৪০ গ্রেডের রডের মূল্য প্রাক্কলনে দেওয়া হয়েছে বলে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের দাবী অমূলক।
- বিষয়টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসাবে চিহ্নিত করে ২৬-০১-২০১৪ খ্রিঃ অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসাবে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ২৬-০২-২০১৪ খ্রিঃ তাগিদপত্র ইস্যু করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ০৬-০৪-২০১৪ খ্রিঃ আধা-সরকারি পত্র দেওয়া সত্ত্বেও কোন সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- নিম্নমানের/গ্রেডের এম এস রড ব্যবহার করে উচ্চমানের/গ্রেডের এম এস রডের মূল্য পরিশোধ করে চুক্তির শর্ত ভঙ্গের জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ -১৩।

শিরোনাম ঃ কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত রড এর টেস্ট গ্রহণ ছাড়াই ব্যবহার দেখিয়ে মেজারমেন্ট গ্রহণ করতঃ বিল পরিশোধে সরকারের ৮৯,৬৯,১২৮ টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী, স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, সিলেট বিভাগ, সিলেট কার্যালয় এবং নির্বাহী প্রকৌশলী, স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, যশোর বিভাগ, যশোর কার্যালয়ের ২০১১-২০১২ অর্থ বৎসরের হিসাব যথাক্রমে ৯-৬-২০১৩ খ্রিঃ হতে ১৪-৬-২০১৩ খ্রিঃ এবং ১৬-০৬-২০১৩ খ্রিঃ হতে ২৩-০৬-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়েছে।
- নিরীক্ষাকালে পরিশিষ্টে উল্লিখিত উপজেলায় কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণ কাজের চুক্তিপত্র, বিল ভাউচার, কার্যাদেশ, ম্যাটেরিয়াল টেস্ট রিপোর্ট এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাগজপত্র পর্যালোচনা করা হয়েছে।
- এতে দেখা যায় যে, কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত রড/ডি ফর্ম বার এর কোন টেস্ট গ্রহণ ছাড়াই ব্যবহার দেখিয়ে মেজারমেন্ট গ্রহণ করতঃ বিল পরিশোধ করা হয়েছে [**পরিশিষ্ট-১৩(১-৩)**]।
- ফলে সরকারের ৮৯,৬৯,১২৮ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।
- পিপিআর-২০০৮ এর বিধি অনুযায়ী ব্যবহৃত মালামালের টেস্ট ছাড়া ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে তা করা হয়নি। এ বিষয়ে ব্যাখ্যা প্রয়োজন।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- সিলেট কার্যালয় জবাবে জানান নথিপত্র পরীক্ষান্তে পরবর্তীতে জবাব প্রদান করা হবে।
- যশোর কার্যালয় জবাবে জানান নির্মাণ কাজে আন্তজার্তিক মানসম্পন্ন ব্রান্ডের এম.এস রড ব্যবহার করা হয়েছে বিধায় তার ডায়া পরীক্ষার প্রয়োজন হয়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- নিরীক্ষিত অফিসদ্বয়ের তাৎক্ষণিক জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। কারণ পিপিআর-২০০৮ এর নির্দেশ উপেক্ষা করে নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত রড পরীক্ষা ছাড়াই ব্যবহার করা হয়েছে।
- বিষয়টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসাবে চিহ্নিত করে ২৬-০১-২০১৪ খ্রিঃ অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসাবে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ২৬-০২-২০১৪ খ্রিঃ তাগিদপত্র ইস্যু করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ০৬-০৪-২০১৪ খ্রিঃ আধা-সরকারি পত্র দেওয়া সত্ত্বেও কোন সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- পিপিআর-২০০৮ এর নির্দেশ উপেক্ষা করে নির্মাণ কাজে মালামালের টেস্ট ছাড়াই ব্যবহার করায় দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক দায়ী ব্যক্তির বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ -১৪।

শিরোনাম ঃ ঠিকাদারকে সুবিধা প্রদানের জন্য বাজেট বরাদ্দ, প্রশাসনিক অনুমোদন ও অর্থ ছাড় ব্যতীত ৫৮,৯৬,২৬৭ টাকা অনিয়মিতভাবে পরিশোধ।

বিবরণ ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী, স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর যশোর বিভাগ যশোর কার্যালয়ের ২০১০-২০১১ ও ২০১১-২০১২ অর্থ বৎসর দ্বয়ের হিসাব ১৬-৬-২০১৩ খ্রিঃ হতে ২৩-৬-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষা করা হয়েছে।
- নিরীক্ষাকালে পরিশিষ্টে বর্ণিত তিনটি কাজের নথি, ভাউচার, এমবি ইত্যাদি পর্যালোচনা করা হয়েছে।
- এতে দেখা যায় , মাগুরা জেলার সহকারী প্রকৌশলীর কার্যালয়, চুয়াডাংগা জেলার সহকারী প্রকৌশলীর কার্যালয় ও যশোর জেলার সহকারী প্রকৌশলীর কার্যালয়ের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ, মেরামত ও সংস্কার বাবদ ঠিকাদারকে ৫৮,৯৬,২৬৭ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। বরাদ্দপত্র, বরাদ্দ সংশিষ্ট নথিপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায়, উক্ত তিনটি কাজের বিপরীতে প্রশাসনিক অনুমোদন, অর্থ বরাদ্দ ও অর্থ ছাড় ছিল না **[পরিশিষ্ট-১৪]**।

  অনিয়ম ঃ সি পি ডব্লিউ 'এ' কোডের ধারা ৩২ অনুযায়ী, প্রশাসনিক অনুমোদন, বাজেট বরাদ্দ, ব্যয় মঞ্জুরী ও অর্থ ছাড়া ব্যতীত কোন পূর্ত ব্যয় নির্বাহ করা যায় না। এক্ষেত্রে উক্ত বিধি প্রতিপালিত হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- ২০১০-২০১১ এবং ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে বাজেট বরাদ্দ ও উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের পরই নির্মাণ কাজ শুরু ও সমাপ্ত করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ মাগুরা সহকারী প্রকৌশলীর অফিস ভবন, চুয়াডাংগা সহকারী প্রকৌশলীর অফিস ভবন এবং যশোর জেলার সহকারী প্রকৌশলীর অফিস ভবন নির্মাণ কাজের বিপরীতে কোন বাজেট বরাদ্দ পাওয়া যায়নি।
- বিষয়টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসাবে চিহ্নিত করে ২৬-০১-২০১৪ খ্রিঃ অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসাবে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ২৬-০২-২০১৪ খ্রিঃ তাগিদপত্র ইস্যু করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ০৬-০৪-২০১৪ খ্রিঃ আধা-সরকারি পত্র দেওয়া সত্ত্বেও কোন সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- ঠিকাদারকে আর্থিক সুবিধা প্রদানের জন্য বাজেট বরাদ্দ, প্রশাসনিক অনুমোদন, ব্যয় মঞ্জুরী ও অর্থ ছাড় ব্যতীত পূর্ত ব্যয় নির্বাহের জন্য এবং ভিন্ন খাত হতে অনিয়মিতভাবে অর্থ পরিশোধের জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ - ১৫।

শিরোনাম ঃ ব্যবহারকারীর চাহিদাপত্র ছাড়াই "ডে টু ডে" মেরামত কাজ দেখিয়ে অনিয়মিতভাবে সরকারের ৮২,৬৩,৩৬৭ টাকা পরিশোধ।

বিবরণ ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী, স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, সিলেট বিভাগ, সিলেট কার্যালয় এবং নির্বাহী প্রকৌশলী, স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, যশোর বিভাগ, যশোর কার্যালয়ের ২০১১-২০১২ অর্থ বৎসরের হিসাব যথাক্রমে ৯-৬-২০১৩ খ্রিঃ হতে ১৪-৬-২০১৩ খ্রিঃ এবং ১৬-০৬-২০১৩ খ্রিঃ হতে ২৩-০৬-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়েছে।
- নিরীক্ষাকালে ২০১০-২০১১ ও ২০১১-২০১২ অর্থ বৎসরের বরাদ্দ ও ব্যয় বিবরণী ডে টু ডে মেরামতের বিল ভাউচার এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাগজপত্র পর্যালোচনা করা হয়েছে।
- এতে দেখা যায় যে, ব্যবহারকারীর চাহিদাপত্র ছাড়াই বিভিন্ন উপজেলায় স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ডে টু ডে মেরামত কাজ দেখিয়ে বিল পরিশোধ করা হয়েছে।
- ফলে সরকারের ৮২,৬৩,৩৬৭ টাকা অনিয়মিতভাবে ব্যয় করা হয়েছে **[পরিশিষ্ট-১৫(১-২)]**।
- উল্লেখ্য যে, কাজ সমাপ্তিরও কোন রেকর্ডপত্র নেই।

অনিয়ম ঃ সিপিডব্লিউ 'ডি' কোড এর বিধি ১০১ মোতাবেক মেরামত কাজের চাহিদাপত্র ব্যতীত মেরামত কাজ করা যাবেনা।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- "এতদসংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কাগজপত্র পরীক্ষা নিরীক্ষান্তে জবাব প্রদান করা হবে"।
- বর্ণিত মেরামত কাজসমূহের বিপরীতে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের চাহিদাপত্র ও কাজ সমাপ্তির পর তা হস্তান্তরপত্র বিদ্যমান আছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- নিরীক্ষিত অফিসের তাৎক্ষণিক জবাব চাহিদাপত্র ছাড়া মেরামত কাজ করা হয়নি এরূপ বলা হয়নি বিধায় আপত্তিটি নিষ্পত্তির সহায়ক নয়। মেরামত কাজে চাহিদাপত্র ছাড়া কাজ করার অবকাশ নেই। আলোচ্য ক্ষেত্রে চাহিদাপত্র ছাড়াই কাজ করা দেখিয়ে উক্ত অর্থ ব্যয় করা হয়েছে।
- বিষয়টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসাবে চিহ্নিত করে ২৬-০১-২০১৪ খ্রিঃ অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসাবে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ২৬-০২-২০১৪ খ্রিঃ তাগিদপত্র ইস্যু করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ০৬-০৪-২০১৪ খ্রিঃ আধা-সরকারি পত্র দেওয়া সত্ত্বেও কোন সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- শুধুমাত্র সম্পাদিত কাজের জন্যই বিভাগীয় প্রকৌশলীগণ অর্থ পরিশোধ করেছেন কিনা তা যাচাই করা আবশ্যক।
- সকল ব্যয় উপযুক্ত তথ্য প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত কিনা, কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সে সংক্রান্ত নিয়ন্ত্রণ আরোপ আবশ্যক।
- ব্যবহারকারীর চাহিদাপত্র ছাড়াই ডে-টু-ডে মেরামত দেখিয়ে বিল পরিশোধের কারণ ব্যাখ্যাসহ দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ -১৬।

শিরোনাম ঃ আদায়কৃত রাজস্ব ব্যাংকে জমা রাখা হলেও ব্যাংকে স্থিতি হিসাবে গড় মিল। কম জমা দেখানোর পরিমাণ ৫৫,৯৯,৮৪১ টাকা। সত্বর বিষয়টি ব্যাখ্যার প্রয়োজন।

বিবরণ ঃ

- প্রধান প্রকৌশলী, স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, মতিঝিল, ঢাকা কার্যালয়ের ২০১০-২০১১ ও ২০১১-২০১২ অর্থ বৎসরের হিসাব ১৩-৫-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ হতে ৭-৬-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে সম্পন্ন করা হয়।
- নিরীক্ষাকালে টেন্ডার সিডিউল বিক্রয় রেজিস্টার, লাইসেন্স নবায়ন ফি আদায় রেজিস্টার, ব্যাংকে জমা সংক্রান্ত সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাগজপত্র পর্যালোচনা করা হয়।
- এতে দেখা যায় যে, ২০১০-১১ ও ২০১১-২০১২ অর্থ বৎসরে টেন্ডার সিডিউল বিক্রয় ও লাইসেন্স নবায়ন ফি বাবদ আদায়কৃত মোট ২৩,৩,৯৩,০৫০ টাকা বেসরকারি ব্যাংকে জমা রাখা হয়।
- বেসরকারি ব্যাংকে সর্বশেষ ৪-৪-২০১৩ তারিখ পর্যন্ত সময়ে উক্ত টাকা জমা করা হলেও ১৪-৫-২০১৩ তারিখের ব্যাংক স্টেটমেন্টে মোট স্থিতি ১,৭৭,৯৩,২০৯.৪০ টাকা দেখানো হয়েছে।
- ফলে প্রকৃত জমা অপেক্ষা ব্যাংকে ৫৫,৯৯,৮৪১ টাকা কম প্রদর্শন করা হয়েছে **[পরিশিষ্ট-১৬]**।
- এতে আরো দেখা যায় যে, লাইসেন্স ফি প্রাপ্তির বিপরীতে ১৪,৯০,৮০০ টাকা বেসরকারি ব্যাংকে কম জমা দেওয়া হয়েছে।
- জরুরী ভিত্তিতে উক্ত কম টাকা প্রদর্শনের ব্যাখ্যা প্রয়োজন।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- " হালনাগাদ ব্যাংক স্টেটম্যান্ট সংগ্রহ করে অবহিত করা হবে। "

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- নিরীক্ষিত অফিসের তাৎক্ষণিক জবাব স্বীকৃতিমূলক।
- বিষয়টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসাবে চিহ্নিত করে ২৬-০১-২০১৪ খ্রিঃ অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসাবে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ২৬-০২-২০১৪ খ্রিঃ তাগিদপত্র ইস্যু করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ০৬-০৪-২০১৪ খ্রিঃ আধা-সরকারি পত্র দেওয়া সত্ত্বেও কোন সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- আয় রেজিস্টারের সহিত ক্যাশবুক ও ব্যাংক স্টেটমেন্টের নিয়মিত সমন্বয় সাধন প্রয়োজন।
- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক দায়ী ব্যক্তির নিকট হতে আপত্তিতে জড়িত অর্থ আদায় করা আবশ্যক।

৬—

অনুচ্ছেদ -১৭।

শিরোনাম ঃ **ঠিকাদারের পারফরমেন্স সিকিউরিটি বাবদ প্রদত্ত ব্যাংক গ্যারান্টির মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর ভুয়া মেয়াদ বৃদ্ধির পত্র প্রদানের মাধ্যমে সরকারের ৮০,০৩,০০০ টাকার আর্থিক ঝুঁকি সৃষ্টি।**

বিবরণ ঃ

- প্রধান প্রকৌশলী, স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা ১০৫/১০৬ মতিঝিল বা/এ ঢাকা কার্যালয়ের ২০১০-১১ ও ২০১১-১২ অর্থ বৎসরের হিসাবে উপর ১৩-০৫-১৩ খ্রিঃ হতে ০৭-০৬-২০১৩ তারিখ পর্যন্ত সময় স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়।
- নিরীক্ষাকালীন সময় ঃ Repair, Renovation, Maintenance, Upgradation of Gazipur District Hospital from 60 to 100 Beds সংক্রান্ত কাজের নথি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে,
- ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান মেসার্স তারা কনস্ট্রাকশন কোং পারফরমেন্স সিকিউরিটি বাবদ এক্সিম ব্যাংক অব বাংলাদেশ লিঃ, এলিফ্যান্ট রোড শাখা, ঢাকা কর্তৃক প্রদত্ত ২৩-০৮-২০১০ খ্রিঃ তারিখের ৮০,০৩,০০০ টাকার একখানা ব্যাংক গ্যারান্টি জমা প্রদান করেন। যার মেয়াদ ছিল ২০-০২-২০১২ খ্রিঃ পর্যন্ত।
- কাজটি যথাসময় সম্পন্ন না হওয়ায় কার্য সমাপ্তির তারিখ ২২-০২-২০১২খ্রিঃ হতে সম্প্রসারণ করে ২০-১১-২০১২খ্রিঃ করা হয়। কিন্তু এই বর্ধিত সময়ের জন্য একটি ভুয়া ব্যাংক গ্যারান্টি গ্রহণ করা হয়।
- পিপিআর-২০০৮ এর তফসিল-২ বিধি ২৮(১) বুলেট ৩য় মোতাবেক রক্ষণযোগ্য (Retention) অর্থ সংক্রান্ত বিধিও এক্ষেত্রে প্রতিপালন করা হয়নি **[পরিশিষ্ট-১৭]**।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- " Corrected Copy সরবরাহ করা হবে।"

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব স্বীকৃতিমূলক।
- বিষয়টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসাবে চিহ্নিত করে ২৬-০১-২০১৪ খ্রিঃ অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসাবে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ২৬-০২-২০১৪ খ্রিঃ তাগিদপত্র ইস্যু করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ০৬-০৪-২০১৪ খ্রিঃ আধা-সরকারি পত্র দেওয়া সত্ত্বেও কোন সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- ভূয়া ব্যাংক গ্যারান্টি গ্রহণের জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে দায়ী ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ আবশ্যক।
- এইচইডি এর প্রয়োজন তার যাচাই প্রক্রিয়া উন্নত করা, যাতে করে ভবিষ্যতে এরূপ ভুয়া ব্যাংক গ্যারান্টি শনাক্ত ও বাতিল করা যায়।

অনুচ্ছেদ -১৮।

শিরোনাম ঃ একই ড্রইং ও স্পেসিফিকেশনে উপজেলা স্টোর নির্মাণ কাজে প্লিন্থ হতে উপরের অংশে প্যাকেজ নং-৩৭ ও প্যাকেজ নং-৪০ এ উভয় ক্ষেত্রে একটিতে প্রদর্শিত কাজ অপেক্ষা অন্যটিতে অতিরিক্ত মেজারমেন্ট নিয়ে বিল পরিশোধে সরকারের ১৩,৭৭,৫৮৭ টাকা অতিরিক্ত ব্যয়।

বিবরণ ঃ

- প্রধান প্রকৌশলী, স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, মতিঝিল, ঢাকা কার্যালয়ের ২০১০-২০১১ ও ২০১১-২০১২ অর্থ বৎসরের হিসাব ১৩-৫-২০১৩ খ্রিঃ হতে ৭-৬-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে সম্পন্ন করা হয়।
- নিরীক্ষাকালে একই ড্রইং ও স্পেসিফিকেশনে উপজেলা স্টোর নির্মাণ কাজের চুক্তিপত্র, বিল ভাউচার, এমবি, ড্রইং এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাগজপত্র পর্যালোচনা করা হয়।
- এতে দেখা যায় যে একই ড্রইং ও স্পেসিফিকেশনে উপজেলা স্টোর নির্মাণ কাজে প্লিন্থ হতে উপরের অংশের ৩৭ নং এ প্রদর্শিত কাজের পরিমাণ অপেক্ষা প্যাকেজ নং-৪০ এ অতিরিক্ত মেজারমেন্ট নিয়ে এবং কোন আইটেমে প্যাকেজ নং -৪০ এর পরিবর্তে প্যাকেজ নং-৩৭ এ অতিরিক্ত মেজারমেন্ট নিয়ে বিল পরিশোধ করা হয়েছে।
- ফলে সরকারের ১৩,৭৭,৫৮৭ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় হয়েছে **[পরিশিষ্ট-১৮(১-২)]**।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- " কাগজপত্র পরীক্ষা নিরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় মতামত প্রদান করা হবে ।"

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- প্রকৃত জবাব এড়িয়ে যাওয়ার জন্যই এরূপ মন্তব্য প্রদান করা হয়েছে। আলোচনার সময় উল্লিখিত প্যাকেজসমূহ ও বিল ভাউচার সম্পাদিত কাজের নকশা যাচাই করা হলে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠতো। কিন্তু তা করা হয়নি।
- বিষয়টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসাবে চিহ্নিত করে ২৬-০১-২০১৪ খ্রিঃ অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসাবে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ২৬-০২-২০১৪ খ্রিঃ তাগিদপত্র ইস্যু করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ০৬-০৪-২০১৪ খ্রিঃ আধা-সরকারি পত্র দেওয়া সত্ত্বেও কোন সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক দায়ী ব্যক্তির নিকট হতে আপত্তিতে জড়িত অর্থ আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ -১৯।

শিরোনাম ঃ যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে ভবনের নকশা প্রণয়ন না করে ঠিকাদারের মাধ্যমে নকশা প্রণয়নের ফলে সরকারের ৩২,৫০,০০০ টাকার আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ ঃ

- প্রধান প্রকৌশলী, স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা অফিসের ২০১০-১২ আর্থিক সালের হিসাব ১৩-৫-২০১৩ খ্রিঃ হতে ৭-৬-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়।
- নিরীক্ষাকালে ঠিকাদার মেসার্স নিউফরমেশন আর্কিটেক্টস কর্তৃক সম্পাদিত জনস্বাস্থ্য ইনষ্টিটিউট প্রাঙ্গনে ড্রাগ টেস্টিং ল্যাব ও ন্যাশনাল কন্ট্রোল ল্যাব এর মেরামত ও নবায়ন কাজের নথি, ভাউচার ও নকশা পর্যালোচনা করা হয়।
- এতে দেখা যায় যে, সরকারি ভবনের নকশা প্রণয়নের জন্য সুনির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠান/স্থাপত্য অধিদপ্তরের মাধ্যমে নকশা তৈরী না করে ঠিকাদারের মাধ্যমে নকশা তৈরী করায় সরকারের ৩২,৫০,০০০ টাকার আর্থিক ক্ষতি হয়েছে **[পরিশিষ্ট-১৯]**।

অনিয়ম ঃ জিএফআর বিধি-১০ অনুযায়ী সরকারি তহবিল হতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করা নিষিদ্ধ। এক্ষেত্রে সরকারি স্থাপত্য অধিদপ্তরের মাধ্যমে বিনা অর্থে নকশা তৈরী না করে নকশা প্রণয়নের জন্য অদক্ষ ঠিকাদারের মাধ্যমে নকশা প্রণয়ন করে সরকারি অর্থ অপচয় করা হয়েছে।

- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের বিভিন্ন অফিসসমূহের/অধিদপ্তর/ডাইরেক্টরেট, সাবঅর্ডিনেট অফিসসমূহে এনাম কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত কার্যক্রম বহির পৃষ্ঠা নং-১৯৭ কার্যাবলির ধারা নম্বর-০৬ (কপি সংযুক্ত) অনুযায়ী পূর্ত মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ স্থাপত্য অধিদপ্তরের কাজ হলো বিভিন্ন সরকারি এজেন্সির ভবনের নকশা, ভূমি ব্যবহার নির্ধারণ ইত্যাদি দায়িত্ব স্থাপত্য অধিদপ্তরকে প্রদান করা হয়েছে। এক্ষেত্রে স্থাপত্য অধিদপ্তরের মাধ্যমে ভবনের নকশা প্রণয়ন না করে ঠিকাদারের মাধ্যমে ভবন নির্মাণ নকশা তৈরী করে সরকারি নির্দেশ অমান্য করা হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- " যাচাই করে পরবর্তী সময়ে জবাব প্রদান করা হবে।"

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব গ্রহণযোগ্য নয় কারণ নথিপত্র যাচাই করেই আপত্তি উত্থাপন করা হয়েছে।
- বিষয়টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসাবে চিহ্নিত করে ২৬-০১-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসাবে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ২৬-০২-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র ইস্যু করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ০৬-০৪-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র দেওয়া সত্ত্বেও কোন সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- সকল ব্যয় উপযুক্ত তথ্য প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত কিনা, কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সে সংক্রান্ত নিয়ন্ত্রণ আরোপ আবশ্যক।
- সরকারি প্রতিষ্ঠান স্থাপত্য অধিদপ্তরের মাধ্যমে বিনা অর্থে নকশা তৈরী না করে উচ্চ মূল্যে ঠিকাদারের মাধ্যমে নকশা প্রণয়নের জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করা আবশ্যক।
- সরকারি স্থাপত্য অধিদপ্তরের মাধ্যমে নকশা তৈরী করলে যে অর্থ ব্যয় হতো তার অতিরিক্ত ব্যয়িত অর্থ দায়ী ব্যক্তিগণের নিকট হতে আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ -২০।

শিরোনাম ঃ সংশোধিত প্রাক্কলনে প্রদর্শিত কাজের পরিমাণ অপেক্ষা এমবিতে অতিরিক্ত কাজের মেজারমেন্ট নিয়ে বিল পরিশোধে সরকারের ১৩,৬৮,৫৫৮ টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ ঃ

(ক) প্রধান প্রকৌশলী, স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, মতিঝিল, ঢাকা কার্যালয়ের ২০১০-২০১১ ও ২০১১-২০১২ অর্থ বৎসরের হিসাব ১৩-৫-২০১৩ খ্রিঃ হতে ৭-৬-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে সম্পন্ন করা হয়।

- নিরীক্ষাকালে নেত্রকোনা সদর হাসপাতালকে ৫০ শয্যা হতে ১০০ শয্যায় উন্নীতকরণ চুক্তি/ঠিকাদারী কাজের চুক্তিপত্র, বিল ভাউচার, অনুমোদিত সংশোধিত প্রাক্কলন এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাগজপত্র পর্যালোচনা করা হয়।
- এতে দেখা যায় নেত্রকোনা উপ-সহকারী প্রকৌশলী বিলটি প্রস্তুত করেছেন, যা পরবর্তী সহকারী প্রকৌশলী ও নির্বাহী প্রকৌশলী কর্তৃক যাচাইকৃত এইচইডি (HED) এর একাউন্টস সেকশন মেজারমেন্ট ও প্রাক্কলন সংযুক্ত করে পাঠানো হয়েছে। এতে আরও দেখা যায় যে, অনুমোদিত সংশোধিত প্রাক্কলনে প্রদর্শিত কাজের পরিমাণ অপেক্ষা বিলে অতিরিক্ত কাজের মেজারমেন্ট নিয়ে বিল পরিশোধ করা হয়েছে।
- ফলে সরকারের **১২,৭৭,৪৫৫** টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে [**পরিশিষ্ট -২০(১)**]।
- সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসার কর্তৃক (প্রধান কার্যালয়ের হিসাব রক্ষক এবং সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী ও তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী হল তত্ত্বাবধায়নকারী কর্মকর্তা) চূড়ান্ত/সংশোধিত/প্রাক্কলন Bill of Quantity তে বিল পরিশোধের পূর্বে সমন্বয় করবে। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে তা করা হয়নি।

(খ) নির্বাহী প্রকৌশলী, স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, সিলেট বিভাগ, সিলেট কার্যালয়ের ২০১১-২০১২ অর্থ বৎসরের হিসাব ৯-৬-২০১৩ খ্রিঃ হতে ১৪-৬-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়েছে।

- নিরীক্ষাকালে সিলেট জেলার বালাগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এ রাস্তা নির্মাণ কাজের বিল ভাউচার, এমবি অনুমোদিত প্রাক্কলন এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাগজপত্র পর্যালোচনা করা হয়েছে।
- এতে দেখা যায় যে, অনুমোদিত প্রাক্কলনে প্রদত্ত কাজের মেজারমেন্ট অপেক্ষা এমবিতে অতিরিক্ত মেজারমেন্ট নিয়ে বিল পরিশোধ করা হয়েছে।
- ফলে সরকারের ৯১,১০৩ টাকা অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করা হয়েছে [**পরিশিষ্ট -২০(২)**]।
- উল্লেখ্য যে, অতিরিক্ত মেজারমেন্ট গ্রহণের জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কোন অনুমোদন গ্রহণ করা হয়নি।
- সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসার কর্তৃক (প্রধান কার্যালয়ের হিসাব রক্ষক এবং সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী ও তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী হল তত্ত্বাবধায়নকারী কর্মকর্তা) চূড়ান্ত/সংশোধিত/প্রাক্কলন Bill of Quantity তে বিল পরিশোধের পূর্বে সমন্বয় করবে। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে তা করা হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

(ক) "কাগজপত্র পরীক্ষা/যাচাই করে পরবর্তীতে জবাব প্রদান করা হবে।"

(খ) "এমবি, বিল ভাউচার, প্রাক্কলনসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র পর্যালোচনা করে পরবর্তীতে জবাব দেওয়া হবে"।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

(খ) প্রকৃত জবাব এড়িয়ে যাওয়ার জন্যই এরূপ মন্তব্য প্রদান করা হয়েছে। যা আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। আলোচনার সময় অনুমোদিত সংশোধিত প্রাক্কলন ও বিল ভাউচার যাচাই করা হলে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠতো। কিন্তু তা করা হয়নি।

(গ) প্রকৃত জবাব এড়িয়ে যাওয়ার জন্যই স্থানীয় কর্তৃপক্ষ তাৎক্ষণিক জবাব প্রদান হতে বিরত থাকেন। আলোচনার সময় অনুমোদিত প্রাক্কলন, বিল ভাউচার ও এমবি যাচাই করা হলে তা স্পষ্ট হয়ে উঠতো, কিন্তু তা করা হয়নি।

- বিষয়টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসাবে চিহ্নিত করে ২৬-০১-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসাবে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ২৬-০২-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র ইস্যু করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ০৬-০৪-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র দেওয়া সত্ত্বেও কোন সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- সম্পাদিত কাজের জন্যই অনুমোদিত অর্থ যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ঠিকাদারকে প্রদান করা হচ্ছে কিনা, তা যাচাই ব্যবস্থা প্রবর্তন করা জরুরী।
- অনুমোদনের অতিরিক্ত কাজের মেজারমেন্ট গ্রহণ করতঃ বিল পরিশোধের জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক দায়ী ব্যক্তির বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-২১।

শিরোনাম ঃ **স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স আপ-গ্রেডেশন কাজ সম্পাদনে ব্যর্থ ঠিকাদারের কার্যাদেশ বাতিল করা হলেও চুক্তিতে প্রদর্শিত কাজের অতিরিক্ত মেজারমেন্ট নিয়ে বিল পরিশোধে সরকারের ২৯,৭৬,৭৮৪ টাকা আর্থিক ক্ষতি।**

বিবরণ ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী, স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, যশোর বিভাগ, যশোর কার্যালয়ের ২০১০-২০১১ ও ২০১১-২০১২ অর্থ বৎসরদ্বয়ের হিসাব ১৬-৬-২০১৩ খ্রিঃ হতে ২৩-৬-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষা করা হয়।
- নিরীক্ষাকালে চুক্তিপত্র, বিল ভাউচার, চুক্তির সিডিউল এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাগজপত্র পর্যালোচনা করা হয়।
- এতে দেখা যায় উপ-সহকারী প্রকৌশলী বিলটি প্রস্তুত করেছেন, যা পরবর্তী সহকারী প্রকৌশলী ও নির্বাহী প্রকৌশলী কর্তৃক যাচাইকৃত এইচইডি (HED) এর একাউন্টস সেকশন মেজারমেন্ট ও প্রাক্কলন সংযুক্ত করে পাঠানো হয়েছে। এতে আরো দেখা যায় যে, স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স আপ-গ্রেডেশন কাজ সম্পাদনে ব্যর্থ ঠিকাদারের কার্যাদেশ বাতিল করা হলেও চুক্তিতে প্রদর্শিত কাজের অতিরিক্ত মেজারমেন্ট নিয়ে বিল পরিশোধ করা হয়েছে।
- ফলে সরকারের **২৯,৭৬,৭৮৪** টাকা অনুমোদনের অতিরিক্ত ব্যয় করা হয়েছে **[পরিশিষ্ট-২১]**।
- সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসার কর্তৃক (প্রধান কার্যালয়ের হিসাব রক্ষক এবং সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী ও তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী হল তত্ত্বাবধায়নকারী কর্মকর্তা) চূড়ান্ত/সংশোধিত/প্রাক্কলন Bill of Quantity তে বিল পরিশোধের পূর্বে সমন্বয় করবে। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে তা করা হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- বিষয়টি কেন্দ্রীয়ভাবে প্রধান কার্যালয় হতে করা হয় বিধায় অত্র কার্যালয় হতে প্রদান করা হয়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- আপত্তিতে উল্লিখিত কাজটি বাস্তবায়নকারী অফিস হল, নির্বাহী প্রকৌশলী, স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, যশোর। যশোর বিভাগের সম্মতি ছাড়া কার্যাদেশ বাতিলের পর বিল পরিশোধের অবকাশ নেই। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে তা করা হয়েছে।
- বিষয়টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসাবে চিহ্নিত করে ২৬-০১-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসাবে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ২৬-০২-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র ইস্যু করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ০৬-০৪-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র দেওয়া সত্ত্বেও কোন সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- শুধুমাত্র সম্পাদিত কাজের জন্যই অনুমোদিত অর্থ যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ঠিকাদারকে প্রদান করা হচ্ছে কিনা, তার যাচাই ব্যবস্থা প্রবর্তন করা জরুরী।
- বাতিলকৃত কাজের বিপরীতে জরিমানার অর্থ আদায় না করে কার্যাদেশ বাতিলের পর ঠিকাদারের বিল পরিশোধের জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক দায়ী ব্যক্তির বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ -২২।

শিরোনাম ঃ কার্যস্থলে বিদ্যমান পুরাতন মালামাল থাকা সত্ত্বেও তা ঠিকাদারের মাধ্যমে সরবরাহ ও সম্পাদন দেখিয়ে ঠিকাদারকে ৭,৫৮,০৮০ টাকা পরিশোধ।

বিবরণ ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী, স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, সিলেট বিভাগ, সিলেট কার্যালয়ের ২০১১-২০১২ অর্থ বৎসরের হিসাব ৯-৬-২০১৩ খ্রিঃ হতে ১৪-৬-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়েছে।
- নিরীক্ষাকালে ঠিকাদার মেসার্স নিলয় কনস্ট্রাকশন কর্তৃক সম্পাদিত সুনামগঞ্জ জেলার দিরাই উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এর ১০০ কেভিএ ট্রান্সফরমার, এলটি সুইচ গিয়ার এবং পিএফআই প্যানেল মেরামত ও সংস্কার কাজের ভাউচার নং (৩৮ তারিখ ২৭-০৬-২০১১)সহ সংশ্লিষ্ট নথি পর্যালোচনা করা হয়।
- এতে দেখা যায়, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ভবনে পূর্ব হতেই বৈদ্যুতিক সংযোগ বিদ্যমান ছিল। ১১ কেভিএ লাইন হতে এলটি বিদ্যুৎ সংযোগের ক্ষেত্রে ট্রান্সফরমার, এলটি সুইচ গিয়ার, পি এফ আই প্লান্ট, এলটি কন্ডান্টর ইত্যাদি বিদ্যমান থাকে। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ উক্ত বৈদ্যুতিক সরঞ্জামগুলোর কোন কিছুই সেলভেজ মালামাল হিসেবে উত্তোলন করেননি। ফলে নতুন কোন মালামাল সরবরাহ ও সংস্থাপনের বিষয়টি কাল্পনিক। এমন কাল্পনিক ব্যবস্থার মাধ্যমে নতুন বৈদ্যুতিক মালামাল সরবরাহ ও প্রতিস্থাপন দেখিয়ে সরকারের ৭,৫৮,০৮০ টাকা অপচয় করা হয়েছে [**পরিশিষ্ট-২২**]।

অনিয়ম ঃ সিপি ডব্লিউ এ কোডের ধারা নম্বর - ৩২ অনুযায়ী কার্যস্থল হতে উদ্ধারপ্রাপ্ত মালামাল কিভাবে নিষ্পত্তি করা হবে/হয়েছে তা বিলের গায়ে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। জিএফআর বিধি ১০ অনুযায়ী সরকারি তহবিল হতে বাস্তব প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোন অর্থ ব্যয় করা যায় না। এ ক্ষেত্রে কার্যস্থলে পুরাতন মালামাল কার্যকরী থাকা সত্ত্বেও তা নতুনভাবে সরবরাহ ও সংস্থাপন দেখিয়ে সরকারি অর্থ অপচয় করা হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- পরবর্তীতে জবাব প্রদান করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব অন্তবর্তীকালীন বিধায় গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ আপত্তির সাথে সংযুক্ত ভাউচারে সমুদয় মালামালের তালিকা সংযুক্ত আছে। উক্ত ভাউচার পর্যালোচনা করে জবাব প্রদান করা উচিৎ ছিল। কিন্তু স্থানীয় কর্তৃপক্ষ তা করেননি।
- বিষয়টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসাবে চিহ্নিত করে ২৬-০১-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসাবে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ২৬-০২-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র ইস্যু করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ০৬-০৪-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র দেওয়া সত্ত্বেও কোন সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- শুধুমাত্র সম্পাদিত কাজের জন্যই বিভাগীয় প্রকৌশলীগণ অর্থ পরিশোধ করেছেন কিনা তা যাচাই করা আবশ্যক। ঠিকাদারকে অতিরিক্ত অর্থ পরিশোধের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ জরুরী।
- কার্যস্থল হতে উদ্ধারকৃত মালামাল পুনরায় কাজে ব্যবহারপূর্বক নতুন মাল হিসেবে ঠিকাদারকে পরিশোধিত সমুদয় অর্থ জড়িত ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায় পূর্বক তা সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।
- উক্ত সময়ে নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব এ কে এম বদরুল ইসলাম দায়িত্ব রত ছিলেন।

অনুচ্ছেদ -২৩।

শিরোনাম ঃ ঠিকাদার কর্তৃক কার্য সম্পাদনে ব্যর্থ হলেও জরিমানা বাবদ রিটেনশন মানি হতে আংশিক অর্থ আদায়ের পর অবশিষ্ট অর্থ আদায় না করে কার্যাদেশ বাতিলের তিন মাস ২০ দিন পর ঠিকাদারকে বিল পরিশোধে সরকারের ২২,০০,০০১ টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণী ঃ

- প্রধান প্রকৌশলী, স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, মতিঝিল, ঢাকা কার্যালয়ের ২০১০-২০১১ ও ২০১১-২০১২ অর্থ বৎসরের হিসাব ১৩-৫-২০১৩ খ্রিঃ হতে ৭-৬-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে সম্পন্ন করা হয়।
- নিরীক্ষাকালে কুমিল্লা জেলার লাকসাম উপজেলার বাগমারা ২০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল নির্মাণ কাজের চুক্তিপত্র, বিল ভাউচার, কার্যাদেশ, কার্যাদেশ বাতিল, রিটেনশন মানি আদায় সংক্রান্ত বিল ভাউচার এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাগজপত্র পর্যালোচনা করা হয়।
- এতে দেখা যায় যে, উক্ত কাজের চুক্তিমূল্য ছিল ৫,৪২,২৮,৬৪২.৫৯ টাকা। ঠিকাদার কর্তৃক ৩,০২,০৭,৬৪৬.০৯ টাকার কাজ করার পর আর কাজ না করায় চুক্তির শর্তানুযায়ী জিসিসি ৭৮.১ ও ৭৯.১ অনুসারে জরিমানা আরোপপূর্বক কার্যাদেশ পত্র নং-৬৭৮ তাং ৭-৩-২০১১ এর মাধ্যমে বাতিল করা হয়।
- চুক্তির জিসিসি ৭৯.১ অনুযায়ী অসম্পাদিত কাজের মূল্যের ১৫% অর্থ মোট ৩৬,০৩,১৪৯.৪৮ টাকা আদায়যোগ্য হলেও ঠিকাদারের কাছ থেকে রিটেনশন মানি বাবদ ১৪,০৩,১৪৮.৬০ টাকা আদায় করা হয়েছে।
- অবশিষ্ট ৩৬,০৩,১৪৯.৪৮-১৪,০৩,১৪৮.৬০ = ২২,০০,০০০.৮৮ বা **২২,০০,০০১** টাকা আদায় না করে কার্যাদেশ বাতিলের ৩ মাস ২০ দিন পর ঠিকাদারকে মোট ২১,৪৪,৪৯২.২৫ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে।
- ফলে সরকারের ২২,০০,০০১ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে **[পরিশিষ্ট-২৩]**।
- উল্লেখ্য যে, ঠিকাদার কর্তৃক প্রদত্ত পারফরমেন্স ব্যাংক গ্যারান্টির মেয়াদ ৯-১২-০৮ তারিখ পর্যন্ত থাকলেও এইচ ই ডি কর্তৃক পত্র নং- ২০৫৯ তারিখ ৯-৯-০৯ এর মাধ্যমে নগদায়নের জন্য লিখা হলে ব্যাংক কর্তৃক তা বাতিল করা হয়।
- স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের হিসাব বিভাগের দায়িত্ব হলো ব্যাংক গ্যারান্টির মেয়াদ শেষ হবার পূর্বেই টাকা নগদায়নের জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে ব্যাংক গ্যারান্টির নথি দাখিল,. কিন্তু বাস্তবে বৈধতার মেয়াদের নয় মাস পরে তা দাখিল করা হয়।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- " চুক্তি পত্রের শর্ত দেখে জবাব প্রদান করা হবে"।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- নিরীক্ষিত অফিস কর্তৃক প্রকৃত জবাব এড়িয়ে যাওয়ার জন্য এরূপ জবাব প্রদান করা হয়েছে। যা আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। আলোচনার সময় সংশ্লিষ্ট নথি ও বিল ভাউচার যাচাই করা হলে বিষয়টি বোধগম্য হতো, কিন্তু তা করা হয়নি।
- বিষয়টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসাবে চিহ্নিত করে ২৬-০১-২০১৪ খ্রিঃ অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসাবে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ২৬-০২-২০১৪ খ্রিঃ তাগিদপত্র ইস্যু করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ০৬-০৪-২০১৪ খ্রিঃ আধা-সরকারি পত্র দেওয়া সত্ত্বেও কোন সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- চুক্তির শুরুতে ব্যাংক গ্যারান্টি আদায় করা হয়েছে কিনা ও সময়মত নবায়ন করা হয়েছে কিনা এইচ ই ডি কর্তৃক নিশ্চিত করা প্রয়োজন।
- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক দায়ী ব্যক্তির নিকট হতে আপত্তিতে জড়িত অর্থ আদায় করতঃ সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ -২৪।

শিরোনাম ঃ ভুয়া পারফরমেন্স ব্যাংক গ্যারান্টি প্রদান করা সত্ত্বেও ঠিকাদার কর্তৃক দাখিলকৃত টেন্ডার সিকিউরিটি বাতিল না করায় সরকারের ২৫,৫০,০০০ টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ ঃ

- প্রধান প্রকৌশলী, স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, মতিঝিল, ঢাকা কার্যালয়ের ২০১০-২০১১ ও ২০১১-২০১২ অর্থ বৎসরের হিসাব ১৩-৫-২০১৩ খ্রিঃ হতে ৭-৬-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে সম্পন্ন করা হয়।
- নিরীক্ষাকালে চুক্তির প্যাকেজ নং-ডব্লিউ-০১৩ এন সিএমএমইউ ও ডব্লিউ -০১৭ এন সিএমএম ইউ, বিল ভাউচার, টেন্ডার সিকিউরিটি, পারফরমেন্স ব্যাংক গ্যারান্টি সংশ্লিষ্ট নথি এবং অন্যান্য কাগজপত্র পর্যালোচনা করা হয়।
- এতে দেখা যায় যে, উক্ত প্যাকেজদ্বয়ের মাধ্যমে মুন্সিগঞ্জ জেলার যবলপুর ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র নির্মাণ কাজে ঠিকাদার কর্তৃক ভুয়া পারফরমেন্স ব্যাংক গ্যারান্টি প্রদান করা সত্ত্বেও ঠিকাদারের টেন্ডার সিকিউরিটি বাতিল করা হয়নি।
- ঠিকাদারের বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি বা ব্ল্যাক লিষ্টেড করা হয়নি।
- ফলে সরকারের ২৫,৫০,০০০ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে **[পরিশিষ্ট -২৪]**।
- উল্লেখ্য যে, ঠিকাদার কর্তৃক ভুয়া ব্যাংক গ্যারান্টি প্রদান করা সত্ত্বেও কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে এবং আংশিক কাজ করার পর কাজ না করায় কার্যাদেশ বাতিল করা হয়েছে।
- এ বিষয়ে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করা আবশ্যক।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- " দায়ী ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।"

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- নিরীক্ষিত অফিসের তাৎক্ষণিক জবাব স্বীকৃতিমূলক।
- বিষয়টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসাবে চিহ্নিত করে ২৬-০১-২০১৪ খ্রিঃ অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসাবে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ২৬-০২-২০১৪ খ্রিঃ তাগিদপত্র ইস্যু করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ০৬-০৪-২০১৪ খ্রিঃ আধা-সরকারি পত্র দেওয়া সত্ত্বেও কোন সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- কার্যাদেশ বাতিল, শাস্তি ও ফাইন আরোপ সংক্রান্ত ঝুঁকি কমানোর লক্ষ্যে নিয়মিতভাবে চুক্তি প্রতিপালনের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণের প্রয়োজন ও এইচ ই ডি সদর দপ্তর ও কার্যস্থল উভয় স্থানেই এ সংক্রান্ত নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা আবশ্যক।
- চুক্তির শুরুতে ব্যাংক গ্যারান্টি আদায় করা হয়েছে কিনা ও সময়মত নবায়ন করা হয়েছে কিনা, এইচ ইডি কর্তৃক তা নিশ্চিত করা প্রয়োজন।
- দায়ী ব্যক্তির বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক আপত্তিতে জড়িত অর্থ আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ -২৫।

শিরোনাম ঃ চুক্তির শর্তানুযায়ী ঠিকাদারের বিল হতে এ্যাজবিল্ট ড্রইং বাবদ ২০,৫০,০০০ টাকা স্থগিত না করায় সরকার রাজস্ব প্রাপ্তি হতে বঞ্চিত।

বিবরণী ঃ

- প্রধান প্রকৌশলী, স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা অফিসের ২০১০-১২ আর্থিক সালের হিসাব ১৩-৫-১৩ খ্রিঃ হতে ৭-৬-১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়।
- নিরীক্ষাকালে পরিশিষ্টে বর্ণিত ১১টি কাজের চুক্তিপত্র, ভাউচার ও নথি পর্যালোচনা করা হয়।
- এতে দেখা যায় যে, সংশ্লিষ্ট কাজের ঠিকাদারগণ চুক্তির শর্ত মোতাবেক কার্য সমাপ্তির ৩০ দিনের মধ্যে কোন এ্যাজবিল্ট ড্রইং জমা দিতে না পারলে তাদের বিল হতে জরিমানা বাবদ অর্থ স্থগিত করতে হবে। আলোচ্য ক্ষেত্রে ঠিকাদারগণ কোন এ্যাজবিল্ট ড্রইং জমা না দিলেও তাদের বিল অর্থ স্থগিত না করার ফলে সরকারের ২০,৫০,০০০ টাকার রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে **[পরিশিষ্ট-২৫]**।

অনিয়ম ঃ ঠিকাদারদের সহিত সম্পাদিত চুক্তির শর্ত নং -৭৭.১ ও ৭৭.২ অনুযায়ী কার্য সমাপ্তির ৩০ দিনের মধ্যে ঠিকাদার এ্যাজবিল্ট ড্রইং জমা দানে ব্যর্থ হলে তার বিল হতে ২০,৫০,০০০ টাকা স্থগিত/কর্তন করতে হবে। এক্ষেত্রে ঠিকাদারগণ এ্যাজবিল্ট ড্রইং জমাদানে ব্যর্থ হলেও স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কোন অর্থ স্থগিত না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- " যাচাই করে পরবর্তী সময়ে জবাব প্রদান করা হবে।"

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব অন্তর্বর্তীকালীন বিধায় গ্রহণযোগ্য নয়।
- বিষয়টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসাবে চিহ্নিত করে ২৬-০১-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসাবে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ২৬-০২-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র ইস্যু করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ০৬-০৪-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র দেওয়া সত্ত্বেও কোন সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- চুক্তির শর্তানুযায়ী ঠিকাদারের বিল হতে এ্যাজবিল্ট ড্রইং বাবদ অর্থ স্থগিত না করার জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করা আবশ্যক।
- জড়িত ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে সমুদয় অর্থ আদায় করে প্রমাণকসহ পরবর্তী জবাব আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ -২৬।

শিরোনাম ঃ কেন্দ্রীয় অফিস কর্তৃক মেরামত ও সংস্কাররত কাজের উপর স্থানীয় অফিস ৩ জন ঠিকাদারের মাধ্যমে পুনঃ পুনঃ মেরামতের নামে ২১,৮৯,৩৯৩ টাকা অপচয়।

বিবরণ ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী, স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, সিলেট বিভাগ, সিলেট কার্যালয়ের ২০১১-২০১২ অর্থ বৎসরের হিসাব ৯-৬-২০১৩ খ্রিঃ হতে ১৪-৬-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়েছে।
- নিরীক্ষাকালে ঠিকাদার মেসার্স নর্থ সুরমা কন্সট্রাকশন প্যাকেজ নং ২১, লট নং ২ এর মাধ্যমে সুনামগঞ্জ জেলার ধর্মপাশা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এর পূর্ত সেনেটারি ও বহিঃ বিদ্যুৎ মেরামত কাজ কার্যাদেশ নম্বর ৩৩, তারিখ ২২-০৭-২০১২ এর মাধ্যমে সম্পাদন করে ২য় চলতি বিল পর্যন্ত ৩২,৪৯,৯১৬ টাকা বিল গ্রহণ করেছে।
- একই স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এর পূর্ত সেনেটারী ও বহিঃ বৈদ্যুতিক মেরামত ও সংস্কার কাজ কার্যাদেশ নং ১২১৩, তারিখ ২২-০৫-২০১২ এর মাধ্যমে শুরু করে ঠিকাদার মেসার্স ইবদিতা এন্টারপ্রাইজ ভাউচার নম্বর ৬০, তারিখ ২৬-০৫-২০১২ এর মাধ্যমে ৬,৩৫,১৯৩ টাকা গ্রহণ করেছে।
- একই স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এর মেরামত ও সংস্কার কাজ কার্যাদেশ নং ১২৪১, তারিখ ২৮-০৫-২০১২ এর মাধ্যমে ঠিকাদার মেসার্স সাজেদা এন্টারপ্রাইজ ভাউচার নং ৬৬, তারিখ ঃ ২৭-০৬-২০১২ এর মাধ্যমে ৮,৫২,১৫০ টাকার বিল গ্রহণ করেছে।
- অপর দিকে একই উপজেলা কমপ্লেক্স এর তৃতীয় শ্রেণির ৬ ইউনিটবিশিষ্ট আবাসিক কোয়ার্টারের পূর্ত সেনিটারি ও বৈদ্যুতিক কাজ কার্যাদেশ নম্বর ১২৩১, তারিখ ঃ ২৪-০৫-২০১২ এর মাধ্যমে সম্পাদন দেখিয়ে ঠিকাদার মেসার্স এসএ চৌধুরী এন্ড কোং কে ভাউচার নম্বর ৬১, তারিখ ঃ ২৭-০৬-১২ এর মাধ্যমে ৭,০২,০৫০ টাকা বিল পরিশোধ করা হয়েছে।
- ধর্মপাশা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট আবাসিক কোয়ার্টারসমূহের পূর্ত সেনিটারি ও বৈদ্যুতিক মেরামত কাজ সম্পাদনের জন্য যেহেতু কেন্দ্রীয় অফিস ৩২,৪৯,৯১৬ টাকার বিল ঠিকাদার মেসার্স নর্থ সুরমা কন্সট্রাকশনকে পরিশোধের জন্য নির্বাহী প্রকৌশলী কেন্দ্রীয় অফিসকে সুপারিশ করেছেন, তাই ভবনসমূহ পুনরায় একই সময়ে মেরামত ও সংস্কারের অবকাশ না থাকায় ঠিকাদার মেসার্স ইবদিতা এন্টারপ্রাইজ, মেসার্স সাজেদা এন্টারপ্রাইজ ও মেসার্স এস এ চৌধুরী এন্ড কোং কে পরিশোধিত অর্থ (৬,৩৫,১৯৩+৮,৫২,১৫০+৭,০২,০৫০) = ২১,৮৯,৩৯৩ টাকা একই স্থানে সম্পাদিত কাজের উপর পুন গৌনিকভাবে মেরামত ও সংস্কার দেখিয়ে সরকারি অর্থ অপচয়ের নামান্তর **[পরিশিষ্ট-২৬]**।

অনিয়ম ঃ জিএফআর বিধি ১০ অনুযায়ী সরকারি তহবিল হতে বাস্তব প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করা নিষিদ্ধ। আলোচ্য ক্ষেত্রে বাস্তব প্রয়োজন এর চেয়ে ২১,৮৯,৩৯৩ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় করে সরকারের অর্থের অপচয় করা হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নথিপত্র পর্যালোচনাপূর্বক পরবর্তীতে জবাব প্রদান করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব অন্তর্বর্তীকালীন বিধায় গ্রহণযোগ্য নয়। অধিকন্তু যে কাজ ঠিকাদার মেসার্স নর্থ সুরমা কন্সট্রাকশন এর মাধ্যমে মেরামত রত ছিল সেখানে ভিন্ন ঠিকাদার মেসার্স ইবদিতা এন্টারপ্রাইজের মাধ্যমে মেরামত অসম্ভব। এখানে বৈদ্যুতিক মেরামত ও সংস্কারের নামে সরকারি অর্থ অপচয় করা হয়েছে।

- বিষয়টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসাবে চিহ্নিত করে ২৬-০১-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসাবে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ২৬-০২-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র ইস্যু করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ০৬-০৪-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র দেওয়া সত্ত্বেও কোন সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- শুধুমাত্র সম্পাদিত কাজের জন্যই বিভাগীয় প্রকৌশলীগণ অর্থ পরিশোধ করেছেন কিনা তা যাচাই করা আবশ্যক। ঠিকাদারকে অতিরিক্ত অর্থ পরিশোধের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ জরুরী।

- অপচয়কৃত সমুদয় অর্থ জড়িত ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

- উক্ত সময়ে নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব এ কে এম বদরুল ইসলাম দায়িত্বরত ছিলেন।

অনুচ্ছেদ নং-২৭।

শিরোনাম ঃ একই সীমানা দেওয়ালের মধ্যে পাশাপাশি দুটি ভবনে কমবেশি কাস্ট-ইন-সিটু পাইল নির্মাণের বিল পরিশোধের ফলে সরকারের ২৬,২৯,৯৬৯ টাকার আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ ঃ

- প্রধান প্রকৌশলী, স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, মতিঝিল, ঢাকা অফিসের ২০১০-২০১২ আর্থিক সালের হিসাব ১৩-০৫-২০১৩ খ্রিঃ হতে ০৭-০৬-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়।
- নিরীক্ষাকালে ঠিকাদার মেসার্স মানিক এন্ড ব্রাদার্স কর্তৃক সম্পাদিত সিলেট জেলার দক্ষিণ সুরমা উপজেলার সীমানা দেয়াল ব্যতীত ৩১ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল ভবন নির্মাণ কাজ এবং ঠিকাদার মেসার্স হক ট্রেডিং কর্পোরেশন কর্তৃক সম্পাদিত সিলেট জেলার দক্ষিণ সুরমা উপজেলার সীমানা দেয়ালসহ ৩১ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল ভবন চত্বরে আবাসিক কোয়াটার নির্মাণ কাজের নথি, চুক্তিপত্র, ভাউচার ইত্যাদি পর্যালোচনা করা হয়।
- এতে দেখা যায় একই সীমানা দেওয়ালের মধ্যে পাশাপাশি দুটি ভবনে একটিতে কম এবং অপরটিতে বেশি কাস্ট-ইন-সিটু পাইল বোরিং এবং কাস্ট-ইন-সিটু পাইল কংক্রিটিং দেখিয়ে ঠিকাদারকে ২৬,২৯,৯৬৯.০০ টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ করা হয়েছে **[পরিশিষ্ট-২৭]**।
- স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কাছে বর্ণিত কাজদ্বয়ের অনুমোদিত নকশা, প্রাক্কলন, সাইট প্লান, এমবি, বোরিং লগ ও সয়েল টেস্ট রিপোর্ট এর কপি চাওয়া হলে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ তা সরবরাহ করতে পারেননি।

অনিয়ম ঃ সিপিডব্লিউডি কোডের ১৭৩ নম্বর বিধি অনুযায়ী কোন পূর্ত কাজ শুরু করার আগে অনুমোদিত ডিজাইন থাকা অত্যাবশ্যক। জিএফআর বিধি ১০ অনুযায়ী সরকারি তহবিল হতে বিনা প্রয়োজনে কোন অর্থ উত্তোলন করা যায়না। এ ক্ষেত্রে একটি ভবনের জন্য কাস্ট-ইন-সিটু পাইল বোরিং এবং কাস্ট-ইন-সিটু পাইল কংক্রিটিং যথাযথ হলেও অন্য ভবনের ক্ষেত্রে তা অতিরিক্ত পরিশোধ করা হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- "Soiltest সহ জবাব প্রদান করা হবে।"

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব স্বীকৃতিমূলক।
- বিষয়টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসাবে চিহ্নিত করে ২৬-০১-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসাবে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ২৬-০২-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র ইস্যু করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ০৬-০৪-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র দেওয়া সত্ত্বেও কোন সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- প্রধান কার্যালয়ের এ ব্যাপারে তদন্ত করা উচিত ও দায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।
- শুধুমাত্র সম্পাদিত কাজের জন্যই অনুমোদিত অর্থ যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ঠিকাদারকে প্রদান করা হচ্ছে কিনা, সেই সংক্রান্ত স্বাধীন যাচাই ব্যবস্থা প্রবর্তন করা জরুরী।
- সয়েল টেস্ট রিপোর্ট, তদানুযায়ী প্রণীত কাস্ট-ইন-সিটু নকশা, সাইট প্লান ইত্যাদিসহ পরবর্তী জবাব প্রেরণ আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ -২৮।

শিরোনাম ঃ **ঠিকাদার কর্তৃক পূর্ত কাজের চুক্তির শর্ত মোতাবেক বীমা না করায় প্রিমিয়ামের উপর ভ্যাট বাবদ টাকা আদায় করা হয়নি এবং ঠিকাদারের বিল হতে আয়কর ও ভ্যাট কম কর্তন করায় সরকারের সর্বমোট ১৯,৩১,৩৪৪ টাকা রাজস্ব ক্ষতি।**

বিবরণ ঃ

(ক) প্রধান প্রকৌশলী, স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা অফিসের ২০১০-১২ আর্থিক সালের হিসাব ১৩-৫-২০১৩ খ্রিঃ হতে ০৭-৬-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়।

- নিরীক্ষাকালে ঠিকাদারের সহিত সম্পাদিত চুক্তিপত্র, ভাউচার, নথি ইত্যাদি পর্যালোচনা করা হয়।
- এতে দেখা যায় যে, চুক্তির শর্তানুযায়ী চুক্তিমূল্যের ১১০% অর্থের উপর প্রিমিয়াম বাবদ ৩৮,৫৩,৩৯৭ টাকার উপর ১৫% হারে ভ্যাট কর্তন না করায় ৫,৭৮,০০৪ টাকা সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে **[পরিশিষ্ট-২৮(১)]**।

অনিয়ম ঃ ঠিকাদারের সহিত সম্পাদিত চুক্তির শর্ত নং জিসিসি-৩৮.১ (এ) অনুযায়ী পূর্ত কাজের চুক্তিমূল্যের ১১০% ভাগের উপর বীমা করে বীমার উপর ০.৫% ভাগ প্রিমিয়াম প্রদান এবং প্রিমিয়ামের উপর ১৫% হারে ভ্যাট কর্তনের নির্দেশ রয়েছে। কিন্তু স্থানীয় কর্তৃপক্ষ উক্ত নির্দেশ মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে। যা সংশ্লিষ্ট এইচইডি কর্মকর্তাদের দায়-দায়িত্বের মধ্যে পড়ে।

(খ) প্রধান প্রকৌশলী, স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের ২০১০-২০১২ আর্থিক সালের উন্নয়ন ও মেরামত কাজের উপর পরিচালিত পাইলট নিরীক্ষা কার্যক্রম ১৩-৫-১৩ খ্রিঃ হতে ৭-৬-১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে সম্পাদন করা হয়।

- নিরীক্ষাকালে পরিশিষ্টে বর্ণিত ৬টি উন্নয়ন কাজের নথি ভাউচার ইত্যাদি পর্যালোচনা করা হয়।
- এতে দেখা যায় যে, ৬ জন ঠিকাদারের পরিশোধিত বিল হতে ৫.৫% হারে ভ্যাট কর্তনযোগ্য হলেও ৪.৫% হারে ভ্যাট কর্তন করা হয়েছে। ফলে সরকার ভ্যাট রাজস্ব বাবদ ৪,০৭,৫৭৮ টাকার রাজস্ব প্রাপ্তি হতে বঞ্চিত হয়েছে **[পরিশিষ্ট-২৮(২)]**।

অনিয়ম ঃ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ১০-৬-২০১০ খ্রিঃ তারিখের এস আর ও নং-২০১ -আইন/২০১০/৫৫০ মূসক অনুযায়ী ঠিকাদারের বিল হতে ৫.৫% হারে ভ্যাট কর্তন করতে হবে। এক্ষেত্রে ৪.৫% হারে ভ্যাট কর্তন করে সরকারের রাজস্ব ক্ষতি করা হয়েছে।

(গ) প্রধান প্রকৌশলী, স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা অফিসের ২০১০-১২ আর্থিক সালের হিসাব ১৩-৫-২০১৩ খ্রিঃ হতে ৭-৬-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষা করা হয়।

- নিরীক্ষাকালে আয়কর ও ভ্যাট কর্তন রেজিস্টার পর্যালোচনা করা হয়।
- এতে দেখা যায় যে, ঠিকাদারদের নিকট হতে ৫% হারে আয়কর কর্তনযোগ্য হলেও স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ৪% হারে আয়কর কর্তন করেছে। ফলে সরকার ৯,৪৫,৭৬২ টাকার আয়কর রাজস্ব প্রাপ্তি হতে বঞ্চিত হয়েছে **[পরিশিষ্ট-২৮(৩)]**।

অনিয়ম ঃ অর্থ মন্ত্রণালয়ের ১-৭-২০১০ খ্রিঃ তারিখের এস আরও নং-২৬২-আইন/আয়কর/২০১০ অনুযায়ী যখন কোন ঠিকাদারকে পরিশোধিত টাকা ৩,০০,০০,০০০ এর অধিক হবে তখন তার নিকট হতে ৫% হারে আয়কর কর্তন করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রতিজন ঠিকাদার ৩,০০,০০,০০০ টাকার বেশী অর্থ গ্রহণ করলেও তাদের নিকট হতে ৪% হারে আয়কর কর্তন করা হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

(ক) "ভবিষ্যতে সরকারি বীমা কোম্পানির সহিত বীমা করা হবে।"

(খ) "ভ্যাট এর টাকা আদায় করে জবাব প্রদান করা হবে।"

(গ) "যাচাই করে কম কর্তনকৃত আয়কর বাবদ টাকা আদায় করা হবে।"

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব স্বীকৃতিমূলক।
- বিষয়টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসাবে চিহ্নিত করে ২৬-০১-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসাবে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ২৬-০২-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র ইস্যু করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ০৬-০৪-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র দেওয়া সত্ত্বেও কোন সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

(ক) চুক্তির শর্ত মোতাবেক বীমা মূল্যের উপর প্রিমিয়াম ও ভ্যাট আদায় না করার জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করা আবশ্যক।

(খ) চলমান চুক্তিপত্র সংক্রান্ত কর গণনা সঠিক আছে কিনা, তা যাচাইয়ে এইচ ইডি কর্তৃক যথাযথ নিয়ন্ত্রণ আরোপের প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ -২৯।

শিরোনাম ঃ স্টোরে সংরক্ষিত পুরাতন মালামালের সার্ভে রিপোর্ট করতঃ নিলামে বিক্রয়ের ব্যবস্থা না করায় সরকারের ১১,৫৬,৬৬১ টাকার আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ ঃ

- প্রধান প্রকৌশলী, স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা অফিসের ২০১০-১১ ও ২০১১-১২ আর্থিক সালের হিসাব ১৩-৫-২০১৩ খ্রিঃ হতে ০৭-০৬-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষা করা হয়।
- গোপালগঞ্জ জেলার মকসুদপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও পটুয়াখালী জেলার দশমিনা উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্র এর রেকর্ড হতে প্রাপ্ত তথ্য মতে স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলোকে ৩১ শয্যা হতে ৫০ শয্যায় উন্নীত করা হয়েছিল এবং কার্যস্থলে থাকা স্টোরে পুরাতন মালামাল উদ্ধার করা হয়েছিল।
- স্থানীয় নির্বাহী কর্তৃপক্ষ পুরাতন মালামালের কোন রকম জরিপ ও সেগুলো নিলামে বিক্রির ব্যবস্থা না করে বিল্ডিং হস্তান্তর করেন। ফলে সরকার পুরাতন মালামাল নিলামে বিক্রয়লব্ধ অর্থ হতে বঞ্চিত হয়েছে ১১,৫৬,৬৬১ টাকা। অথচ পুরাতন মালামাল জরিপ করতঃ নিলামে বিক্রির ব্যবস্থা করা সংশ্লিষ্ট সহকারী প্রকৌশলী ও নির্বাহী প্রকৌশলীর দায়িত্ব এবং এই প্রক্রিয়া ভেরিফাই করা হল স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের দায়িত্ব **[পরিশিষ্ট-২৯]**।

অনিয়ম ঃ সিপি ডব্লিউ 'এ' কোডের ধারা নং-৭২ অনুযায়ী কার্যস্থল হতে উদ্ধারকৃত মালামাল হতে বিক্রয় লব্ধ রাজস্ব বিলের গায়ে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে এবং প্রাপ্ত রাজস্বকে উপযুক্ত খাতে জমা করতে হবে। আলোচ্য ক্ষেত্রে তা করা হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- " পুরাতন মালামাল নিলাম করার দায়িত্ব ব্যবহারকারী কর্তৃপক্ষের, এইচ ই ডি এর নহে। তথ্য সংগ্রহ করে পরবর্তীতে অডিট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা হবে"।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- সিপিডব্লিউ 'এ' কোডের ধারা নং-৭২ অনুযায়ী কার্যস্থল হতে উদ্ধারপ্রাপ্ত মালামাল কিভাবে নিষ্পত্তি করা হবে তা বিলের গায়ে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। প্রাপ্ত রাজস্বকে উপযুক্ত খাতে জমা করতে হবে। যেহেতু বিল তৈরীর সাথে স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর জড়িত সেহেতু পুরাতন মালামালের মূল্য স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরকেই আদায় করতে হবে।
- বিষয়টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসাবে চিহ্নিত করে ২৬-০১-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসাবে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ২৬-০২-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র ইস্যু করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ০৬-০৪-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র দেওয়া সত্ত্বেও কোন সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- কার্যস্থল হতে উদ্ধার প্রাপ্ত মালামালের হিসাব সংরক্ষণ ও সার্ভে রিপোর্ট প্রণয়ন না করার জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করা আবশ্যক।
- দায়ী ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে পুরাতন মালামালের মূল্য আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমার পর প্রমাণকসহ পরবর্তী জবাব প্রদান করা আবশ্যক।

স্বাক্ষরিত

(খান মোঃ ফেরদাউসুর রহমান)
মহাপরিচালক
পূর্ত অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।

বাঃসঃমুঃ-২০১৭/২০১৮-৪১৫৬কম/এ—৭১৩ বই,